মহাপ্রেম

প্রথম সংস্করণ : ২৬শে জানুআরি, ১৯৬০

পরিবর্দ্ধন কল্পে সংযোজিত অতিরিক্ত দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ * তারকা চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত। উহা বাদ দিলেই স্বল্পায়তন প্রথম সংস্করণের মূল অংশ প্রাপ্য।

প্রকাশক :
চন্দন রায়
'দেব-সরোজ'
গড়িয়া ষ্টেশন রোড্
পোষ্ট গড়িয়া (২৪ পরগণা)

মুদ্রাকর : শ্রীতীর্থপদ রাণা, শৈলেন প্রেস
২৩ যুগল কিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬

বীরের
রক্তস্রোত ও
মাতার অশ্রুধারা-অভিষিক্ত
দিবারাত্রির তপস্যা ধন্য হয়েছে
জাতির পরাধীনতার অবসানে;
অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনগণের
এই সিদ্ধি অক্ষয় অক্ষুণ্ণ থাক
এই ব্যগ্র কামনাতেই
এই নাটকের জন্ম।

একটি
অখ্যাত অজ্ঞাত
গ্রামের অতি সাধারণ
মানুষগুলিই এই নাটকের চরিত্র—
কোন নেতা নয়,
কোন সেনাপতি
নয়।

মহাপ্রেম

ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রামের
অখ্যাত অজ্ঞাত অগণিত শহীদের
পুণ্যস্মৃতির বেদীমূলে
অর্ঘ্য দিলাম।

মন্মথ রায়

সাধারণতন্ত্র দিবস: ২৬শে জানুআরি, ১৯৬০

মহাপ্রেম

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

* প্রথম দৃশ্য *

সকাল।

[সীমান্তে অরণ্য-অঞ্চলের একটি গ্রাম। দীননাথ দাসের বাড়ী, সুসজ্জিত চণ্ডীমণ্ডপে বসিবার আসর। একাংশে মূল-বাড়ীর অংশ দেখা যাইতেছে। পশ্চাতপটে চৌহদ্দির প্রাচীর। তাহার দরজা দৃশ্যমান। আল্‌পনা দিতে ব্যস্ত রহিয়াছে পড়শী বালিকা নলিনী। পঞ্চায়েত-প্রধান মহেন্দ্র, তাঁহার বন্ধু শিবনাথ, শীতল, হলধর, ত্রিলোচন সহ চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

মহেন্দ্র ॥ কৈ, সব কোথায়? আমরা যে এসে গেলাম।

নলিনী ॥ এই রে এসে গেছে। এসে গেছে। বসুন আপনারা, আমি গিয়ে বলছি।

[ছুটিয়া ভেতরে চলিয়া গেল।]

শিবনাথ ॥ নাঃ, ঘর-বাড়ী সাজিয়েছে।

শীতল ॥ সাজাতেই হবে, সাজাতেই হবে। জন্ম মৃত্যু আর বিয়ে, এতেও যদি একটু হৈ-হৈ না হয় তবে আর কিসে হবে।

হলধর ॥ হলো তো! শুভদিনে ঐ মৃত্যু-টৃত্যুর কথা কেন বাপু?

ত্রিলোচন ॥ আরে আজ তো শুধু পাত্রের আশীর্বাদ। বিয়ে তো নয়?

[অন্দর হইতে দীননাথের হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ।]

দীননাথ ॥ এসো ভাই এসো—বসো ভাই বসো।

[অতিথিদের বসাইতে লাগিলেন।]

শিবনাথ ॥ এসে দেখি তুমিই নেই দীনুভায়া। ভাবলাম তারিখ-টারিখ ভুল-টুল হয়নি তো ?

দীননাথ ॥ কিসের তারিখ ?

শিবনাথ ॥ পাত্র আশীর্বাদের তারিখ।

হলধর ॥ তা পাত্রই বা কৈ ? কানাইকেও তো দেখছি না।

দীননাথ ॥ আর বলো কেন, ঐ ছন্নছাড়া ছেলে নিয়েই না আমার যত বিপদ।

মহেন্দ্র ॥ কি আবার বিপদ ?

দীননাথ ॥ কি আর বলবো, পাত্র আশীর্বাদ করতে এসেছো, পাত্রেরই দেখা নেই।

অন্যান্য সকলে ॥ সে কি ? কি বলছো ? তার মানে ?

দীননাথ ॥ কাল রাত্রে পই পই করে বলে রেখেছি দেখ কানাই, আজ সকালে তোকে আশীর্বাদ করতে আসবে মহেন্দ্র ভায়া। সকালবেলাটা বাড়ী থাকবি। তা কাকস্য পরিবেদনা। সকালে উঠেই দেখি বাড়ী নেই, একেবারে উধাও।

শীতল ॥ ঐ যে শাস্ত্রে আছে না, যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। এ দেখছি হয়েছে তাই।

মহেন্দ্র ॥ কিন্তু তা বল্লে তো আর চলবে না, কোথায় গেল ছেলেটা।

দীননাথ ॥ সেটা এক তোমার ছেলেই বলতে পারে মহেন ভায়া। দু'জনে যে হরিহর আত্মা।

মহেন্দ্র ॥ আমারো তো ঐ বিপদ। বোনের বিয়ে দিতে একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছে আমার ইন্দুবাবু। কিন্তু বাড়ি থাকছে কখন।

শিবনাথ॥ ঐ মিলিটারী ছেলেকে আর বাবু বলোনা হে। আমাদের সেই ইন্দির, মিলিটারী পোষাক পরে যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, ভড়কে যাই বাবা।

মহেন্দ্র॥ আরে সে যদি বলো, ভড়কে যাই আমিও। রাতদিন কেবল টৈ-টৈ করে ঘুরে বেড়াবে। কোথায় যাচ্ছে, কি ক'রছে জিজ্ঞেস ক'রতেই ভরসা পাই না। কিন্তু এখন কি করা যায় বলো তো? পাত্রই যদি না থাকে আশীর্বাদ করবো কাকে।

[রাজেন দত্তের ভাগিনেয় মাণিকের প্রবেশ।]

মাণিক॥ হেঃ, হেঃ, [দীননাথকে] মামাবাবু আপনি তো বললেন কানাইকে খুঁজে দেখো, ধরে আনো। খুঁজে দেখলাম, গরু খোঁজা খুঁজলাম।

দীননাথ॥ পেলে বাবা মাণিক! পেলে?

মাণিক॥ হেঃ, হেঃ, পেলে আপনি বলেছিলেন ধরে আনতে, বেঁধে আনতাম না আমি?

মহেন্দ্র॥ আমাদের ইন্দ্রনাথকে দেখেছো?

মাণিক॥ দেখিনি? সবাইকে খুঁজে দেখেছি। নেই, সব হাওয়া। এ গাঁয়ে কোন ছেলে নেই আজ। আশীর্বাদ করতে একটা পাত্র পাবেন না আজ। ছেলে রয়েছি এক আমি। আর যত গোপাল সব চলে গেছে নাকি শিবতলার মাঠে।

অনেকেই॥ সেখানে কি করছে?

মাণিক॥ হেঃ হেঃ, কি আবার করবে! মাঠে গেছে যখন, গরু চরাচ্ছে, গরু চরাচ্ছে। মামাবাবু শুনে বললেন—নাহে মাণিক, খোঁজ নিয়ে দেখো, ওরা কুচকাওয়াজ করছে।

অনেকে ॥ কুচকাওয়াজ ? সে আবার কি ?

দীননাথ ॥ আমিও তাই শুনছি। [মহেন্দ্রকে] তোমার মিলিটারী ছেলে গাঁয়ের ছেলেদের নাকি লড়াই করা শেখাচ্ছে।

ত্রিলোচন ॥ লড়াই না হাতী। মারামারি শেখাচ্ছে।

অনেকে ॥ কেন ?

মাণিক ॥ পিটবে, পিটবে। বুড়োদের ধরে পিটবে।

হলধর ॥ মাণিক কিন্তু কথাটা ঠিকই বলেছে। অকর্মার ঢেঁকি তো সব—ঐ কাজটাই সবচেয়ে সোজা।

শীতল ॥ শাস্ত্রে আছে "নাই কাজ খই ভাজ"।

মহেন্দ্র ॥ রাখো তোমার শাস্ত্র। এখন কি করা যায় বলো দেখি ? কটা বেজেছে বলো তো ?

শীতল ॥ [পকেট ঘড়ি দেখিয়া] এই যা। মাহেন্দ্রক্ষণটা যায় যে এর পরেই বারবেলা। শাস্ত্রে বলে—

মহেন্দ্র ॥ রাখো তোমার শাস্ত্র। এখন আশীর্বাদ করি কাকে ?

মাণিক ॥ মামাকে ডেকে আনি।

হলধর ॥ তোমার মামাকে—রাজেন দত্তকে আশীর্বাদ করবে ?

মাণিক ॥ না, না, এই ভাগনেকে। মামা আমাকে বলেছিলো, এত টাকাকড়ি তো একা সামলাতে পারবি নে, ঐ মহেন্দ্রর মেয়ে ময়নাটাকে দেব তোর বৌ করে।

শিবনাথ ॥ চুপ কর। ক্যাবলামির একটা সীমা আছে।

মহেন্দ্র ॥ ওর ওটা ক্যাবলামি হতে পারে, রাজেন্দ্র কথাটা আমাকে বলেছিলো ঠিকই।

শিবনাথ ॥ এঁ্যা। বলেছিল।

হলধর ॥ বামনহয়ে চাঁদে হাত দেবার সাহস আছে এ গাঁয়ে এক ঐ রাজেন দত্তেরই।

মহেন্দ্র ॥ রাখ তোমার রাজেন দত্ত। আজ রাতে বিয়ে, সকালবেলা

পাত্র আশীর্বাদ করতে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে। এর ফল কি ভালো হবে ?

মাণিক ॥ নাঃ। তাইতো বলছিলাম মামা—

ত্রিলোচন ॥ দেখ মাণকে! তুই গাঁশুদ্ধু লোককে মামা বলিস্— কেনরে হতচ্ছাড়া ?

মাণিক ॥ আমার মামাবাবু যে শিখিয়ে দিয়েছেন মামা। গাঁশুদ্ধ লোক তাঁর ভাই, গাঁ শুদ্ধ লোক আমার মামা।

[অনেকে হাসিয়া উঠিল, অনেকে রাগিল।]

মহেন্দ্র ॥ শোন ভাই দীননাথ, আশীর্বাদ না করেই চলে যেতে হবে আমাকে। কি হবে আমি জানিনা।

[দীননাথের স্ত্রী সারদা দরজার আড়াল হইতে কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। সামনে আসিলেন।]

সারদা ॥ আপনি ভাববেন না। মনে মনে আশীর্বাদ করে যান আপনি আমার ছেলেকে, তাতেই হবে। মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় কোন অমঙ্গলই ঘটবে না।

মহেন্দ্র ॥ বেশ, তাই হোক, তাই হোক। তাই করছি।

শীতল ॥ শাস্ত্রেও আছে—মনসাচিন্তয়েৎকর্ম,বচসা না প্রকাশয়েৎ। [ঘড়ি দেখিয়া] এইমাত্র—মাহেন্দ্রক্ষণটাও এইমাত্র বেরিয়ে গেল।

মহেন্দ্র ॥ তাহলে, এইবার—

সারদা ॥ এবার আসুন আপনারা, একটু মিষ্টিমুখ করবেন।

শীতল ॥ বটেই তো, বটেই তো, শাস্ত্রেই আছে মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ।

মাণিক ॥ না। আমি খাব না।

শীতল। কেন রে ? তোর মন খারাপ হয়ে গেল ?

মাণিক ॥ না আমি উপোস করে থাকবো। তোমরা দেখো, ও কানাইকে পাওয়া যাবে না।

[অনেকেই হাসিয়া উঠিলেন এবং সকলে অন্দরে চলিয়া গেলেন। মাণিকের নিকট ছুটিয়া আসিল নলিনী।]

নলিনী ॥ ছিঃ মাণিকদা, পাগলামি করোনা—চল, মিষ্টিমুখ করবে চলো।

মাণিক ॥ হেঃ হেঃ, মিষ্টিমুখ আমার হয়ে গেছে। মিষ্টিমুখ দেখলেই মিষ্টিমুখ। দেখ, আমার সে কথাটার জবাব দিলিনি তো?

নলিনী ॥ কোন কথাটা মাণিকদা?

মাণিক ॥ সেই যে, চুপি চুপি তোকে বলতে বলেছিলাম—তোরা মেয়েরা কি ভালবাসিস? মানে—কি দেখে কোন বর বিয়ে করতে চাস?

নলিনী ॥ ধ্যেৎ। [নলিনী অন্দরে ছুটিল।]

মাণিক ॥ কেউ বলবে না। কিন্তু জানে সবাই। গাঁশুদ্ধু লোক মতলব করেছে, ময়না পাখী উড়ে যাক্, আমাকে ধরতে দেবে না।

[অন্দর হইতে পূর্বদৃষ্ট কন্যাপক্ষগণ জলপানান্তে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের সহিত দীননাথও রহিয়াছেন। নলিনী আসিয়া পান দিল।]

মহেন্দ্র ॥ (দীননাথকে) তা হলে ঐ কথাই রইল। গোধূলি লগ্নেই বিয়ে হবে, কারণ পরের লগ্নটা তো অনেক রাত্রে।

শীতল ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোধূলি লগ্নেই। শাস্ত্রে আছে—

হলধর ॥ দেখ শীতল, সব সময় অত শাস্ত্র তুললে আমি কিন্তু অস্ত্র ধরবো এবার।

শিবনাথ ॥ আঃ তোমরা লাগালে কি! চলো, ওদিকেও তো মহেন্দ্র

ভায়াকে গোছগাছ করতে হবে। ভোটে এবার পঞ্চায়েত হয়েছে, সব কিছু তো সেইমত হওয়া চাই।

[সকলে চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্রও যাইতে উদ্যত এমন সময় মাণিক ডাকিল।]

মাণিক ॥ ও পঞ্চায়েত মামা! [মহেন্দ্র ফিরিলে] পিঁড়িতে কোন বর বসবে সেতো ঠিক হলো না।

[নলিনী হাসিয়া উঠিল।]

দীননাথ ॥ কি বিপদ!

মাণিক ॥ নয় তো কি! সেটা ঠিক না হলে যে আমি খেতে পাচ্ছি না।

মহেন্দ্র ॥ না বাবা, উপোষ করে থাকা কিছু নয়, তুমি বরং খেয়েই নাও।

নলিনী ॥ আসুন মাণিকদা। ঐ যে, কানাইদা এসে গেছে।

মহেন্দ্র ॥ যাক্ বাঁচা গেল।

[রামু চৌকিদারের প্রবেশ। সঙ্গে কানাই।]

মাণিক ॥ [কানাইকে দেখিয়া] ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, লজ্জাও করে না, ছুটে এসেছে হ্যাংলার মত বিয়ে করতে। করো। কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি কেউ টিকবে না। মামার কাছে শুনেছি, যম আসছে—যম আসছে।

[মাণিক গজরাতে গজরাতে চলিয়া গেল। নলিনী হাসি চাপিয়া গেল অন্দরে।]

কানাই ॥ বাবা, তোমরা তো ইন্দিরদার কথা বিশ্বাস করনা। এইবার রামুদার কাছে থানা থেকে কী চিঠি এসেছে শোনো। ভাগ্যিস পড়তে না পেরে আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে এসেছিল।

দীননাথ ॥ কী চিঠি এসেছে?

কানাই ॥ থানার দারোগা লিখছে, 'এতদ্বারা প্রত্যেক চৌকিদারকে জানানো হইতেছে তাহারা যেন এখন হইতে তাহাদের

এলাকার প্রতিটি বিদেশীর আনাগোনা লক্ষ্য রাখে—সন্দেহ জনক বুঝিলে গ্রামের পঞ্চায়েতকে উহা জানাইয়া থানায় অবিলম্বে রিপোর্ট করে।' তাহলেই বোঝো, কিছু একটা ঘটছে। ভাগ্যিস্ ইন্দিরদা বোনের বিয়ে দিতে এসেছিল। তাই আমরা কতকটা তৈরী হতে পারছি।

দীনেশ॥ [রাগিয়া] ছাই তৈরী হয়েছ। দেখছিস কে এসেছেন ? আগে প্রণাম কর।

[কানাই সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটেন্‌শন্ হইয়া মহেন্দ্রকে করজোড়ে নমস্কার করিল।]

মহেন্দ্র॥ [হাসিয়া] না, তা তৈরী হয়েছে। বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো।

দীননাথ॥ আরে ব্যাটাচ্ছেলে লড়াই হচ্ছে না। বিয়ে হচ্ছে তোর। আজ রাতে। ওঁরই মেয়ে ময়নার সঙ্গে। উনি হবেন তোর শ্বশুর। শ্বশুরকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রতে হয়, পায়ের ধূলো মাথায় নিতে হয়। দু'দিন কুচকাওয়াজ করে এসব কথা বে-মালুম ভুলে গেলি ?

কানাই॥ ও।

[মহেন্দ্রকে পায়ে হাত দিয়া সে প্রণাম করিল। মহেন্দ্র তাহার হাতে একটি আংটি পরাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে দরজা খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন সারদা ও নলিনী। নলিনী শাঁখ বাজাইল। সারদা উলু দিলেন।]

রামু॥ তা এ দেখছি আমি বেশ ভাল সময়ই এসে পড়েছি কর্তামশাইরা।

সারদা॥ [রামুকে] তা এসে যখন পড়েছ পেটপুরে চাটি খেয়ে যাও বাবা।

[সারদার অন্দরে প্রস্থান।]

রামু ॥ যাচ্ছি—যাচ্ছি। [মহেন্দ্রকে] তা' নতুন ভোটে তুমিই তো আমাদের পঞ্চায়েৎ হয়েছ কত্তা। দারোগার হুকুমমত কথাটা আগে তোমাকেই জানিয়ে তবে যাচ্ছি।

মহেন্দ্র ॥ কী জানাবে ?

রামু ॥ রাতের সব ঘটনা।

মহেন্দ্র ॥ সেকী রে! রাতের সব ঘটনা ? কী সব ঘটনা ?

রামু ॥ পাহাড়ের ওপারের দু'একটা বিদেশী লোককে এ ক'দিন রাতে চোরের মত ঘোরাফেরা করতে দেখেছি এ গাঁয়ে।

দীননাথ ॥ কোথায় ?

মহেন্দ্র ॥ কোন্ বাড়ীতে ?

রামু ॥ এই তো কত্তা ঠেকালেন। বড়ঘরের সব কেচ্ছা,—বললে যে আমার মাথা কাটা যাবে কত্তা; বলবো, চুপি চুপি, পঞ্চায়েত, তোমাকে।

মহেন্দ্র ॥ বটেই তো। আচ্ছা সে শুনবো এখন। তুমি এখানে খেয়ে, আমার ওখানে চলে এসো। বেয়াই, তবে আসি।

[মহেন্দ্রের প্রস্থান।]

দীননাথ ॥ আয় রামু। [দীননাথেরও অন্দরে গমন।]

কানাই ॥ দাঁড়াও রামুদা। এই নাও তোমার চিঠি। পঞ্চায়েতকে তো তুমি কাণে কাণেই সব রিপোর্ট করবে। সে না-হয় বুঝলাম। কিন্তু দারোগার কাছে রিপোর্ট করবে কী করে রামুদা ? লিখে পাঠাতে হবে যে!

রামু ॥ ও হ্যাঁ। দারোগাবাবুর কাছেও তো রিপোর্ট করতে হবে আবার।

কানাই ॥ তা নয়তো কী ? আর তা না করলে তোমার চাকরী নিয়েই টানাটানি হবে রামুদা।

রামু ॥ এই দেখ। ফ্যাসাদ দেখ। সরকারী চাকরী মানেই ঝকমারি।

কানাই ॥ রিপোর্ট করতে হবে তোমাকে আজই—এখুনি। ডাকবাক্স খুলে নেবার সময়ও তো এসে গেল।

রামু ॥ কিন্তু সে রিপোর্ট লিখছে কে? আমি তো ক'অক্ষর গো-মাংস।

কানাই ॥ তোমার চিঠি-পত্তর তো সব আমিই লিখেদি। এস, চুপি চুপি রাতের ঘটনা আমাকে বলো, এটাও আমি লিখে দিচ্ছি। সময়মত রিপোর্টটা দারোগার হাতে পড়লে তোমার কি সুখ্যাত হবে বল দেখি রামুদা? চাই কী—হয়ে যাবে প্রমোশান।

রামু ॥ যা বলেছো। কিন্তু দোহাই তোমার। রিপোর্টটা যে আমিই সদরে পাঠালাম, সেটা যেন ফাঁস করে দিওনা তুমি। তবে কিন্তু আমার মাথা নিয়ে টানাটানি—

কানাই ॥ আরে রাম রাম। সে আমি জানিনা! আমার কাণে কাণে বলে ফেলো—এখনি আমি রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি তোমায়।

[কাণে কাণে রামু বলিল বটে, কিন্তু দুটি নাম শোনা গেল, একটি "রাজেন দত্ত", আর একটি "হরিদাসী"। ইন্দ্রনাথের প্রবেশ।]

ইন্দ্র ॥ কানাই!

কানাই ॥ ইন্দিরদা! হঠাৎ?

ইন্দ্র ॥ বাবা নাকি এখানে এসেছেন, কোথায় তিনি?

[ইতিমধ্যে অন্দর হইতে দীননাথের প্রবেশ।]

দীননাথ ॥ কই রামু, এলি না? কি ইন্দির! ব্যাপার কি? আজ ময়নার বিয়ে, আর তোমার পাত্তা নেই।

ইন্দ্র ॥ বিয়ের কথা এখন আপনারা ভুলে যান। সাইকেলে চড়ে আজ যা স্বচক্ষে দেখে এলাম, তারপর আর বিয়ে-টিয়ে চলে না।

দীননাথ ॥ [চটিয়া] তুমি বলছো বিয়ে হবে না—তোমার বাবা বলছে আজই বিয়ে হবে। আয় রামু—এস কানাই—

[দীননাথের প্রস্থান। রামু তাঁহাকে অনুসরণ করিল।]

কানাই ॥ [ইন্দ্রকে] ইন্দ্রদা! খবর আছে।

ইন্দ্র ॥ কি ?

[কানাই কাণে কাণে ইন্দ্রকে কি বলিল]

ইন্দ্র ॥ [চম্‌কাইয়া] কি ? রাজেন দত্ত! হরিদাসী! বিদেশী পাহাড়ী!

---

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

[হরিদাসী বৈষ্ণবীর ঘর। রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক ছবি। হরিদাসী বিধবা, পূর্ণযৌবনা; বৈকালী প্রসাধনে রত। সম্মুখে ভৃত্য চরণদাস।]

হরিদাসী ॥ হ্যাঁরে চরণ! তুই কি বাজার দরটর আজকাল জানিস্ ?

চরণ ॥ কেন জানবো না দিদিমণি ? রোজ তোমার বাজার করছি, বাজারদর জানবো না ?

হরিদাসী ॥ সে বাজারদর বলছি নারে মুখপোড়া। সোনা-দানার দরটর জানিস্ ?

চরণ ॥ সোনাদানার দর ? ওরে বাবা! সে আমি কী জানি ? সে জানো তুমি।

হরিদাসী ॥ আমি কি জানবো রে ? বিধবা মানুষ, আমি কি সোনাদানা পরি ?

চরণ ॥ রাতের বেলায় তো পর। এখনই তো পরবে। দিনে না হয় আলো চাল আর হবিষ্যি।

হরিদাসী ॥ বাজে কথা রাখ। যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দে। আজকাল সোনার দরটা কত? মধু স্যাকরার কাছ থেকে জেনে আয় দেখি।

চরণ ॥ এই দেখো। আবার আমাকে ওর কাছে পাঠাচ্ছো! পথে-ঘাটে দেখা হলেই ও জিজ্ঞেস করে তোমার বাজারদর কত যাচ্ছে? তাহলে তোমার দরটা বলে দাও।

হরিদাসী ॥ দরে আট্‌কাবে না। আসতে বলবি ওকে আজ।

চরণ ॥ তাতো বলবোই, আর আসবেও। কিন্তু দরটা জান্‌তে চাইবে যে।

হরিদাসী ॥ বলিস 'ফাউ'।

চরণ ॥ ফাউ?

হরিদাসী ॥ ফাউ।

[চরণ মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল। হরিদাসী দর্পণে মুখ দেখিয়া চুল বাঁধিতে লাগিল। চরণ আবার হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল।]

চরণ ॥ দিদিমণি আছো কোথায়? মিলিটারি!

হরিদাসী ॥ মিলিটারি? সেকী রে?

চরণ ॥ আরে ঐ যে—ঐ যে—

[ভয়ে তাহার মুখে আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। দরজায় করাঘাত।]

হরিদাসী ॥ আরে বলনা মুখপোড়া কেমন মিলিটারি? গোরা না পাহাড়ী, না দেশী?

চরণ ॥ (তোৎলাইয়া) দ্দে—দ্দে—শী।

হরিদাসী ॥ সন্ধ্যেবেলায় কেন?

চরণ ॥ এ বাবা মিলিটারি! দিন-রাত জ্ঞান নেই।

[দরজায় পুনরায় করাঘাত। হরিদাসী ত্রস্তপদে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং দেখিতে পাইল মিলিটারি বেশে ইন্দ্রনাথ।]

হরিদাসী ॥ (সবিস্ময়ে) তুমি ?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ হরিদাসী, আমি।

হরিদাসী ॥ এসো, এসো। (চরণকে) হাঁ করে দেখছিস্ কি ? আমার ছোটবেলার খেলার সাথী—ইন্দিরদা। চেয়ারটা টেনে দে। বোসো ইন্দিরদা।

[ইন্দ্রনাথ নিজেই চেয়ারটি টানিয়া লইয়া বসিল।]

হরিদাসী ॥ আমার এখানে একটু চা খাবে ইন্দিরদা ?

ইন্দ্র ॥ না। তোর এই হাবাগঙ্গারামকে বাইরে যেতে বল হরিদাসী।

চরণ ॥ বাঁচালে সায়েব। এই এক্ষুণি।

[চরণ বাহিরে চলিয়া গেল। ইন্দ্র নিজেই উঠিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আসিল।]

হরিদাসী ॥ তুমি বোনের বিয়েতে ছুটি নিয়ে গাঁয়ে এসেছ। আমি খবর পেয়েছি ইন্দিরদা। আজই তো ময়নার বিয়ে। কিন্তু তুমি বিয়ে ফেলে এখানে!

ইন্দ্র ॥ বিয়ের কথা থাক। তোর সঙ্গে আজ আমার বোঝা-পড়া আছে।

হরিদাসী ॥ বুঝতে কিছু কি এখনও বাকী আছে ?

ইন্দ্র ॥ না। তুই বিধবা হয়েছিস সে আমি জান্‌তাম। স্বভাবটাও জানা ছিল, কিন্তু তোর যে এত অধঃপতন হয়েছে সে কী আমিও ভাবতে পেরেছিলাম!

হরিদাসী ॥ মিলিটারির লোক হলেই বুঝি লড়াই করতে হয় ? যেখানে-সেখানে, যখন-তখন—যার তার সঙ্গে—না ?

ইন্দ্র ॥ তুই আমার কথার আগে জবাব দে। কেন তোর ঘরে বাইরের লোক আসে রাতে ?

হরিদাসী ॥ বা—রে! নইলে আমার চলবে কি করে? আমার স্বামীর অবস্থা তো তোমরা সবাই জানতে। একরকম ভিক্ষে করেই চালিয়ে গেছে সে।

ইন্দ্র ॥ হুঁ। যাক্ তোর সঙ্গে নীতিকথা আলোচনা করতে আমি আসিনি। দেহ বেচে খাচ্ছিস খা। তার ফল ভোগ করবি তুই। কিন্তু—

হরিদাসী ॥ কিন্তু—বল, থামলে কেন?

ইন্দ্র ॥ কিন্তু তুই দেশকে বেচবি এ আমি সইবো না হরিদাসী। এর ফল ভোগ একা তুই করবি না, ফল ভোগ করবে গোটা দেশ।

হরিদাসী ॥ দেশ-টেশ আমি বুঝিনা, আমি বুঝি পেট।

[ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এক চড় কষাইয়া দিল। চকিতে সরিয়া গিয়া দলিতা ফণীর মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল হরিদাসী।]

হরিদাসী ॥ খেলার বউ ছিলাম আমি তোমার। খেলাটা খেলাই রয়ে গেল কেন? উত্তর দাও।

[ইন্দ্র কোন উত্তর দিল না। রাগে কাঁপিতে লাগিল।]

হরিদাসী ॥ আমি যখন অসহায় বিধবা হলাম, গোটা গাঁয়ে এমন একজন লোক বেরুলো না যে আমাকে মোটা ভাত-কাপড় রোজগার করবার একটা ভালো পথ দেখিয়ে দেয়। কেন বেরুলো না এমন একজন লোক? জবাব দাও।

[ইন্দ্র পূর্ববৎ নিরুত্তর রহিল।]

হরিদাসী ॥ গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই আমার দুর্দশা দেখে যেন ভারী মজা পেলো। এ দেহটার উপর লোভ ছিল বহু লোকের। কেউ তাদের রুখলো না। কেন রুখলো না?

[ইন্দ্র তথাপি নিরুত্তর। চিন্তামগ্ন।]

হরিদাসী ॥ আজ যখন আমার ঘরের সব দেয়াল ভেঙ্গে গেছে, যখন আমার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে, তখন এসেছ তুমি আমাকে শাসন করতে। যে চড় তুমি আমাকে মেরেছ, এ চড় আমি খাইনি, খেয়েছ তুমি।

ইন্দ্র ॥ হুঁ। ছোটবেলায় তুই এমন অনেক চড় খেয়েছিস্ আমার হাতে, আর আমিও খেয়েছি তোর হাতে। অতীতটাকে বাদ দিয়ে নতুন করে আজ কিছু বোঝাপড়া হোক্। তুই নার্স হবি?

হরিদাসী ॥ নার্স?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ, নার্স। রেডক্রশের চাকরী। খুব ভাল মাইনে। ভাল কোয়ার্টার। আর কাজ হ'ল গিয়ে রোগীর সেবাশুশ্রূষা। চমৎকার জীবন।

হরিদাসী ॥ কিন্তু তার চেয়েও চমৎকার জীবন ছিল ইন্দিরদা।

ইন্দ্র ॥ কি?

হরিদাসী ॥ তোমার বউ হয়ে তোমার সঙ্গে ঘর করা।

ইন্দ্র ॥ হুঁ। কিন্তু তা যখন হয়নি, আর তা' হবে না।

হরিদাসী ॥ তোমার হাতে গড়া পুতুলটাকে এমন করে ভেঙে দিলে তুমি!

ইন্দ্র ॥ তা হয়তো দিয়েছি। কিন্তু হরিদাসী, একটা কথা জেনে রাখবি, জীবনটা অনেক বড়। এতবড় যে, একদিকে ভেঙ্গে পড়লেও আর একদিক দিয়ে তা আবার গড়ে ওঠে।

হরিদাসী ॥ [আব্দারের সুরে] আমি বুঝিনা, আমি বুঝিনা তোমার ওসব হেঁয়ালি।

ইন্দ্র ॥ হুঁ। ভালো কথা তো তুমি বুঝবে না। আর তা' যখন বুঝবে না, আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন। আমি জানতে চাই হরিদাসী, একটা বিদেশী পাহাড়ী কাল তোর ঘরে এসেছিল। পায়ে ছিল ভারী বুট জুতো।

না—না—অস্বীকার করিস্‌নি। তোর ঘরের দুয়োরের শিশির-ভেজা মাটিতে সেই বুটের ছাপ পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা গেছে আরও এক জোড়া চটি জুতোর ছাপ। চটি জুতো পায়ে এই মহাপ্রভুটি কে?

হরিদাসী ॥ কেন বলবো আমি?

ইন্দ্র ॥ কেন বলবি না?

হরিদাসী ॥ এসব আমার ব্যবসার কথা, কেন আমি ফাঁস করবো?

ইন্দ্র ॥ শোন্ আমার সময় নেই। দেশের আজ বড় বিপদ। ওপারের বিদেশী শত্রু আমাদের এপাড়ে হানা দিয়েছে। আমরা কেউ প্রস্তুত নই। হানাদাররা আজই রাতে হয়ত এসে এ গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। আমরা যথা-সম্ভব তৈরী হচ্ছি তাদের রুখ্‌তে। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা দরকার আমাদের ঘরশত্রু কে কে? তাদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হতে হবে সবার আগে।

হরিদাসী ॥ ঘরশত্তুর? কে আমি কি ক'রে বলবো?

ইন্দ্র ॥ বিদেশী শত্রুর সঙ্গে গোপনে যে আলাপ আলোচনা চালায় সেই হ'ল ঘরশত্রু। সেই আলাপ আলোচনা হয়েছে তোরই এই ঘরে। কাল রাতে বিদেশী পাহাড়ীটার সঙ্গে দেশী দুষমনটা ছিল কে? আমি জানতে চাই হরিদাসী।

হরিদাসী ॥ সেসব কথা আর আমার মুখ থেকে বেরুবে না। আমাকে মেরে ফেললেও না। তাদের কাছে দিব্যি করতে হয়েছে আমাকে, তাই আমি সোনা পেয়েছি। দেখবে? এই দেখ।

[ছুটিয়া গিয়া ক্যাশবাক্স খুলিয়া প্রায় পাঁচ ভরি সোনার একটি মোড়ক খুলিয়া দেখাইল।]

ইন্দ্র ॥ তুই বলবি না?

হরিদাসী ॥ না।

ইন্দ্র ॥ কি সব পরামর্শ হয়েছিল, তাও বলবি না ?

হরিদাসী ॥ না।

ইন্দ্র ॥ দেশের দাবী, তোকে ব'লতে হবে।

হরিদাসী ॥ দিব্যি গেলেছি আমি। আমি বলবো না।

ইন্দ্র ॥ তুই কি ভীষণ পাপ করছিস্, তুই জানিস্ না হরিদাসী।

হরিদাসী ॥ সেটা আগে বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝ্ছি। কারণ তুমি নিজে এসেছো। [থামিল।] তোমার কাছেও দিব্যি ক'রছি, এমন পাপ আমি আর করবো না। [থামিল।] আর যে পাপ করেছি, তারও প্রায়শ্চিত্ত করছি আমি। এই সোনাটা আমি দেশের কাজে দিচ্ছি—তোমার হাতে।

ইন্দ্র ॥ [অভিভূত হইয়া] তোকে আমি শ্রদ্ধা করি হরিদাসী। [সোনাটি হাতে লইয়া] কর, এবার আমাকে একটা প্রণাম কর।

[হরিদাসী প্রণাম করিল।]

ইন্দ্র ॥ টাকার বড় দরকার ছিল। নাঃ, সত্যিই তুই এখনো আমায় ভালোবাসিস্।

হরিদাসী ॥ কত টাকা চাই তোমার ?

ইন্দ্র ॥ অ—নে—ক।

হরিদাসী ॥ তবে বোসো। আমি বাৎলে দিচ্ছি পথ।

[ইন্দ্রকে হাত ধরিয়া বসাইল।]

———

* তৃতীয় দৃশ্য *

[পঞ্চায়েতপ্রধান মহেন্দ্রের বহির্বাটীর গৃহপ্রাঙ্গণ। দক্ষিণে, বামে দু'টি ঘর—মধ্যস্থলে অন্দরে যাইবার দরজা। বাঁ দিকের ঘরটি ঠাকুর ঘর। দক্ষিণেরটি বৈঠকখানা। প্রাঙ্গনের দুই পাশে বাহিরে যাতায়াতের পথ। মহেন্দ্রের একমাত্র কন্যা ময়নার বিবাহ-বাসর রচিত হইয়াছে এই প্রাঙ্গণে। কিশোর নামক একটি ছেলে অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন করিতেছে, জল ও তামাক দিয়া। তাহার বুকে ও পিঠে যে দুইটি পোষ্টার বাঁধা রহিছে তাহাতে লেখা (১) "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়!" (২) "বিদেশী দস্যু আসিছে রে ওই—কর কর সবে সাজ।" বিবাহ-বাসরে উপস্থিত লোকের সংখ্যা খুবই কম—বড় জোর পাঁচ, ছ'জন। মেয়েদের সংখ্যাও দু'তিন জনের বেশী নয়। বর-কনে পিঁড়িতে বসিয়া আছে। পুরোহিত মন্ত্র-পাঠ করিতেছে। একটি ডে-লাইট লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোতে প্রাঙ্গণটি আলোকিত। মেয়েরা শঙ্খ উলুধ্বনি করিল।]

শীতল ॥ না, না পঞ্চায়েত, আর দেরী নয়। শুভস্য শীঘ্রম্। একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে শত্রুপল্টন—বিনা বাধায় এগিয়ে আসছে। আমরা আর স্থির হয়ে বসতে পারছি না।

মহেন্দ্র ॥ [কন্যা সম্প্রদান-কর্তার আসন হইতে উঠিয়া করজোড়ে] তা' হলে বরকর্তা, অনুমতি দিন। আমি এইবার কন্যা সম্প্রদান করি।

বরকর্তা দীননাথ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভস্য শীঘ্রং। [অন্যান্য সকলকে] কি বলেন

শিবনাথ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, এ বাবা বিদেশী শত্রু। বিয়েও বুঝবে না, শ্রাদ্ধও বুঝবে না, কখন হুড়মুড় করে গাঁয়ে ঢুকে দক্ষযজ্ঞ করে দেবে।

হলধর ॥ আমি তো বলেছিলাম, শিয়রে যখন শমন, বিয়ে-টিয়ে আজ থাক। তা পঞ্চায়েত, তুমি শুনলে না। শুনলেই না যখন—চটপট দু'হাত এক করে দাও। শিবনাথ ঠিকই বলেছে এ বাবা বিদেশীশত্রু। এতটুকু দয়া-মায়া পাবে না।

ত্রিলোচন ॥ নাঃ, দুয়ারে শত্রু আর এখানে কিনা বিয়ে। তোমাদের যতসব!

মহেন্দ্র ॥ আমি কি আর সাধে এতো বড়ো বিপদের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি? আগে থেকে দিনক্ষণ ঠিক করা ছিলো—তোমাদেরও সবাইকে নেমন্তন্ন করে ফেলেছিলাম—আজ বিয়ে না হলে মেয়েটার যে জাত যায়।

শীতল ॥ আরে বাবা কথা রাখো। শাস্ত্রমত সম্প্রদানটা সারো।

পুরোহিত ॥ ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশ্যাম তিথৌঃ (ইত্যাদি)

[হঠাৎ গ্রামের বিভিন্ন দিক হইতে একসঙ্গে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। সকলে চমকিত হইল। পাত্রী ময়নামতীও বরণডালা হইতে শঙ্খ তুলিয়া লইয়া তিনবার বাজাইল। পাত্র কানাই পিঁড়ি হইতে চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও গায়ের চাদর ফেলিয়া দিয়া মালকোছা মারিয়া একটি লাঠি লইয়া 'বন্দেমাতরম্-বন্দেমাতরম' আওয়াজ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। কিশোরও।]

জয়মতী ॥ একি হ'ল। [মহেন্দ্রকে] ওগো, একি হ'ল।

মহেন্দ্র ॥ না—না, এসব কি?

দীননাথ ॥ [চীৎকার করিয়া] কানাই—কানাই—!

হলধর ॥ আর কানাই! ঘরে ঘরে যখন শাঁখ বাজছে, বিদেশী শত্রু হয়তো গ্রামেই ঢুকে পড়েছে। ওরা সব ভলান্টিয়ার। রুখতে গেলো।

রাজেন্দ্র ॥ পাত্র গেল। পাত্রীর ভাই তো আগেই গেছে। এখন পাত্রী না যায়।

ত্রিলোচন ॥ আমাদেরও যেতে হয়।

মহেন্দ্র ॥ [দাঁড়াইয়া করজোড়ে] না, না। তোমরা একটু দাঁড়াও—শোনো।

ত্রিলোচন ॥ দাঁড়াবো কি পঞ্চায়েত। তোমারি মিলিটারী-ছেলে ইন্দ্র বাবাজীর হুকুমটা শোনো। বিকেলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলে এসেছে—বোনের বিয়েতে আমি থাকতে পারবো না। যা করতে হয় আপনারা করবেন। আমি যাচ্ছি পাহারা দিতে জঙ্গলে। শাল গাছে চড়ে দুরবীন নিয়ে দেখবো ওই বিদেশী দুষমণদের আনা-গোনা। ওরা আসছে দেখলেই শাঁখ বাজাবো আমি। সেই শাঁখ শুনে, ঘরেঘরে যেন বেজে ওঠে শাঁখ—আর লাঠি-সোটা নিয়ে যেন তৈরী হয় সবাই।

হলধর ॥ সেই শাঁখই তো বাজছে—

শিবনাথ ॥ এখন শিঙে ফুঁকতে না হয়।

কয়েকজন ॥ ···না না আর থাকা চলে না।
···এখন যেতেই হয়।

শীতল ॥ শাস্ত্রেও আছে যঃ পলায়তি স জীবতি। আমরা চলি।

জয়মতী ॥ হায় ভগবান! এ কী সর্বনাশ!

মহেন্দ্র ॥ আমার এই বিপদে তোমরা একটা গতি করবে না?

রাজেন্দ্র ॥ গতি কি আর হতো না? হতো। এই তো আমার মাণিক বাবাজী এখানে রয়েছে।

মাণিক ॥ হ্যাঁ মামা।

রাজেন্দ্র ॥ ওরসঙ্গে এ মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আমিই নিজে করেছিলাম। কিন্তু তখন তো রাজী হওনি। ভোটে পঞ্চায়েত হয়ে তখন তোমার মাথা গরম! ধরাকে দেখছো সরা। তাই না

হেসে বললে, রাজেন, তোমার ভাগ্নে বড্ডো কালো, একে-বারে কালিকেষ্ট। তারপরেই তো জোগাড় হলো দীননাথ ভায়ার ওই কার্তিকটি। একেবারে মাকাল ফল।

[সঙ্গে সঙ্গে জয়মতী ও মহেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া রাজেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিল।]

মহেন্দ্র ॥ আমাকে ক্ষমা করো রাজেন। আমার ঘাট হয়েছে।

জয়মতী ॥ জাতকুল বাঁচাও ঠাকুরপো। করজোড়ে তোমার কাছে মাণিককে ভিক্ষা চাইছি।

দীননাথ ॥ বিয়ের পিঁড়ি থেকে আমার ছেলে পালিয়ে গেলো। বিদেশী শত্রুকে রুখ্‌তে গেলো। দোষ দিতে পারি না তাকে। আমার ছেলে আজ বাঁচবে কি মরবে কে জানে। তুমি রাজী হও—রাজী হও ভাই রাজেন। নইলে লগ্ন বয়ে যায়, মেয়েটার কপাল পোড়ে, পঞ্চায়েতের জাত যায়।

মাণিক ॥ সত্যি মামা। বড়ো বিপদ এদের।

রাজেন্দ্র ॥ বিপদ যখন, তখন যা না,—উদ্ধার কর। কিন্তু শিগ্‌গীর। ঐ শাঁখ শুনে ভয়ে বুক কাঁপছে। আমার আবার অতগুলো ধানের গোলা। অতগুলো পাটের গুদাম। দেশী শত্রুই চোখ লাগায়—বিদেশী শত্রুর তো চোখে পড়বে সবার আগে।

[মাণিক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কানাইয়ের পরিত্যক্ত চাদরটি গায়ে দিয়া যে মুহূর্তে পিঁড়িতে বসিয়াছে, মহেন্দ্র কন্যা সম্প্রদানের জন্য উদ্যত হইয়াছে, পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে—সেই মুহূর্তেই একটি এরোপ্লেনের শব্দ ভাসিয়া আসিল।]

হলধর ॥ এই যাঃ। এরোপ্লেন।

ত্রিলোচন ॥ সর্বনাশ। বোমা ফেলবে।

মাণিক ॥ শালা আর সময় পেল না।

ময়না ॥ (পিঁড়ি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আলো নিভিয়ে দাও। আলো নিভিয়ে দাও। দাদা তাই বলে গেছে।

শীতল ॥ পালাও—পালাও—যঃ পলায়তি স জীবতি।

[ময়না ছুটিয়া গিয়া ডে লাইট লণ্ঠনটি নিভাইয়া দিলো। ভয়চকিত হইয়া সকলে অন্যান্য প্রদীপগুলি নিভাইয়া দিতে লাগিল। এরোপ্লেনের শব্দ ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে। বিবাহ-বাসর নীরব, নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার হইল।]

॥ সময়ক্ষেপক অন্ধকার অন্তে ॥

[অতঃপর যখন আর এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল না, তখন ময়নামতী একটি লণ্ঠন জ্বালিল এবং একটি বাঁশের সহিত উহা ঝুলাইয়া দিলো। সেই স্বল্পালোকে দেখা গেল প্রাঙ্গণে ময়নামতী ছাড়া আর কেহ নাই। ময়নামতী আকাশের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল, হয়তো বা এরোপ্লেন দেখা যায় কি না দেখিতে কিম্বা ঊর্ধ্বে থাকেন যে ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশে মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতে। মুখ যখন নামাইল, সেই লণ্ঠনের স্বল্পালোকেও দেখা গেল, তাহা অশ্রুস্নাত। এবার অন্দর হইতে ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার মা জয়মতী।]

জয়মতী ॥ ময়না!

ময়না ॥ বলো।

জয়মতী ॥ যা হবার তা' হয়ে গেলো। কপালে যা ছিলো, তাই হলো। এতো রাতে একা এখানে আর দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঘরে আয়।

ময়না ॥ দাদারা না ফেরা পর্যন্ত আমি ঘরে যেতে পারবো না মা। তুমি যাও, বাবার কাছে যাও। কেমন আছেন বাবা?

জয়মতী ॥ বুক ধড়ফড় বড্ডো বেড়ে গেছে। তোকে ডাকছেন।

ময়না ॥ আমাকে দেখলেই বাবার বুক ধড়ফড়ানি আরো বেড়ে যাবে মা।

জয়মতী ॥ তবে থাক। কিন্তু একা তোর ভয় করবে না তো?

ময়না ॥ [হাসিয়া] আমার আবার ভয়। ভয়ই আমাকে দেখে ভয় পাবে মা।

[জয়মতী প্রস্থানোদ্যত। হঠাৎ থামিয়া]

জয়মতী ॥ কিন্তু কিছু খাবি না তুই? সারাদিন উপোস করে রয়েছিস যে।

ময়না ॥ দু' দুটো বর খেয়েছি মা। আর আমাকে খেতে বলো না।

জয়মতী ॥ একশো লোকের খাবার নষ্ট হয়ে গেলো।

ময়না ॥ খাবার লোকের অভাব কি মা। কাল বিলিয়ে দিও।

জয়মতী ॥ সে, কাল পর্যন্ত যদি সব টিকে থাকি তবে তো?

[অন্দরে প্রস্থান। ময়নামতী একে একে তাহার ফুলসাজগুলি খুলিয়া ফেলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। কাগজের মালা দিয়া বিবাহ-সভা সজ্জিত করা হইয়াছিল। ময়নামতী এবার সেগুলি ছিঁড়িতে লাগিল। বিবাহের মঙ্গল ঘটটি হাতে লইয়া উহা ছুঁড়িয়া ফেলিবে এমন সময় ছুটিয়া আসিল সেখানে কানাই।]

কানাই ॥ ময়না! মঙ্গলঘট ছুঁড়ে ফেলছিলে যে?

ময়না ॥ অমঙ্গল ঘট, তাই।

কানাই ॥ পথে আসতে আসতে শুনলাম, আমার জায়গায় আর এক বর জুটেছে তোমার।

ময়না ॥ বর নয়, বর্বর।

কানাই ॥ বর্বর। বাঃ তা কোথায় ? কোথায় সে ?

ময়না ॥ জানি না। মাথার উপর এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনেই সব উধাও। শেয়ালের গর্তটর্তগুলো খুঁজে দেখতে পারো।

কানাই ॥ দু'হাত তবে এক হয়নি ?

ময়না ॥ ওসব কথা থাক। দাদার খবর কি ? হানাদাররা কোথায় ? লড়াই বেধেছে নাকি ? দুর্ঘটনা ঘটেনি তো কিছু ?

কানাই ॥ না। লড়াই এখনো কিছু হয়নি। শত্রু-সৈন্য চোখে পড়েছে মাত্র। আমরা ওদের আসবার পথঘাটগুলো আটকাচ্ছি। ট্রেঞ্চ খুঁড়ছি।

ময়না ॥ সেটা আবার কি ?

কানাই ॥ মানে খাদ কাটা হচ্ছে। ওসব তুমি বুঝবে না।

ময়না ॥ তা, তুমি এখানে কেন ? এখানে তো আগেই তুমি খাদ কেটে গেছো।

কানাই ॥ এসব রাগের কথা,—কাজের কথা নয়। আরে, বিয়ে কি ফুরিয়ে যাচ্ছে ?

ময়না ॥ না তা যায়নি। শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়ে আর একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে কতক্ষণ ? তোমরা যে পুরুষ মানুষ।

কানাই ॥ হ্যাঁ, পুরুষ। কিন্তু সামনের পিঁড়িতে একটি মেয়েমানুষ চাই। তবেই না বিয়ে। তা, শত্রুকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রাণভরে আজ একটিবার। সময় বুঝে ওই এরোপ্লেনটি তোমার মাথার উপরে আনবার জন্য।

[ময়নার মুখে হাসি ফুটিল]

কানাই ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, শত্রু যে কখনো কখনো মিত্র হয়, এ আমি জানতাম না ময়না। এবার এই বাক্সটি রাখো দেখি। ফার্স্ট-এইডের বাক্স।

ময়না ॥ জানি, জানি। দাদা এর কাজ আমাকে শিখিয়েছে।

কানাই ॥ শিখিয়েছেন বলেই আমাদের ব্যায়াম সমিতির ঘর থেকে আনিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি আমাদের নার্স। আমরা কেউ আহত হলে আমাদের এনে ফেলা হবে তোমারই কাছে।

ময়না ॥ [বাক্সটি লইয়া] দাদাকে বোলো, এই কাজটাই আমি চাইছিলাম।

কানাই ॥ আমি চলি। এক গ্লাস জল দিতে পারো?

ময়না ॥ এক্ষুণি।

[বাক্সটি লইয়া ময়না ছুটিয়া ভিতরে গেল। কানাই এই ফাঁকে মঙ্গল ঘটটি তুলিয়া লইয়া যথাস্থানে রাখিল এবং তাহার পরিত্যক্ত চাদরটি গায়ে দিয়া বরের পিঁড়িটিতে বসিয়া চোখ বুঁজিয়া রহিল। ময়না এক গ্লাস জল লইয়া ছুটিয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া মুখে আঁচল দিয়া হাসি আটকাইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল জয়মতী। তাহার হাতে এক থালা খাবার।]

জয়মতী ॥ কই রে? কোথায়?

ময়না ॥ কেন, ওই তো?

[কথা শোনামাত্রই চমকাইয়া উঠিল কানাই। পিঁড়ি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া আসিল জয়মতীর সামনে।]

জয়মতী ॥ [হাসিমুখে] না বাবা। তোমাকে ওই পিঁড়িতেই বসতে হবে। এটুকু খেতে হবে যে।

কানাই ॥ তা, না বলবো না, মাসিমা। ইন্দ্রদা, শুধু ইন্দ্রদা কেন,সবাই দুপুরে পেট ভরে খেয়েছে। সারাদিন উপোস রয়েছি শুধু আমি। কিন্তু আর কথা নয়। সব চটপট সারতে হবে।

[ছুটিয়া গিয়া আবার পিঁড়িতে বসিল। জয়মতী তাহার খাবারের থালা এবং ময়নামতী জলের গ্লাস সামনে রাখিল।]

জয়মতী ॥ খাও বাবা । আমি আসছি ।

[অন্দরে প্রস্থান]

ময়না ॥ সারাদিন উপোস রয়েছো বুঝি একা তুমি ?

কানাই ॥ এই যা । তাই তো । আরে এসো এসো ।

[একটি খাবার জোর করিয়া ময়নাগতীর মুখে পুরিয়া দিলো ।]

ময়না ॥ না—না—

কানাই ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে আমিও খাচ্ছি । খেতে খেতে একটা মন্ত্র শোনো । যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব । বলতো মানে কি ? জানোনা তো ? তবে আর একটা গোল্লা খাও । হ্যাঁ হ্যাঁ—। জানোতো ইস্কুলে পড়া না পারলেই গোল্লা । এইবার মানেটা শোনো । তোমার আর আমার হৃদয় এক হয়ে গেল ।

[এমন সময় জয়মতী অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া চট্ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল ।]

জয়মতী ॥ [অন্দরের দিকে তাকাইয়া] চটপট আয় গণেশ—

ময়না ॥ মা ।

[পিঁড়ি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল । কানাই টপাটপ মিষ্টিগুলি গিলিতে লাগিল । গণেশ এক ঝাঁকা খাবার মাথায় লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল । ইতিমধ্যে কানাইও আহারাদি শেষ করিয়া জয়মতীর সামনে দাঁড়াইল ।]

জয়মতী ॥ পেট ভরেছে বাবা ?

কানাই ॥ এতো খাবার—একজনের কেন দু'জনের পেট ভরে ।

জয়মতী ॥ এই খাবারের ঝুড়িটা নিয়ে গণেশ তোমার সঙ্গে যাচ্ছে । যদিসময়পায়, সুযোগহয়—ইন্দ্র যেনসবাইকে খাইয়ে দেয় ।

কানাই ॥ চলো, চলো গণেশ। বিয়ের এই ভোজ খেলে গায়ের জোর হবে ডবল। আসি মাসিমা। আসি ময়না।

[গণেশকে লইয়া কানাই চলিয়া গেল।]

ময়না ॥ বাবা কেমন আছেন মা?

জয়মতী ॥ দেখলাম চোখ বুজে আছেন। ছটফট একটু কমেছে। এবার তুইও চল, একটু শুবি চল।

ময়না ॥ না মা, আমার শোবার উপায় নেই। আমাদের কেউ আহত হলে দাদা তাকে পাঠাবে এখানে। শুশ্রূষার ভার আমার।

জয়মতী ॥ তবে থাক। কিন্তু আমি আর থাকতে পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে। আমি গিয়ে শুয়ে পড়ছি। কপালে যা আছে তাই হবে। ভেবে করবো কি?

[জয়মতী ভিতরে যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

জয়মতী ॥ শোন মা, গণেশ ফিরে এলে এই সতরঞ্চি, ওই লণ্ঠনগুলো, ওই কলাগাছ, মালাটালা সব সরিয়ে ফেলতে বলিস। হ্যাঁ মা, নইলে শত্রু-মিত্র সবাই হাসবে। সে আমি সইতে পারবো না, সে আমি সইতে পারবো না।

[অন্দরে প্রস্থান।]

ময়না ॥ [জয়মতীর উদ্দেশে] বিয়ের আসর তো আর নেই মা। বোমা আর কোথাও না পড়ুক, এখানে পড়েছে। এখানে সবাই জখম। এটা এখন হাসপাতাল। এটা এখন হাসপাতাল।

[সজল চোখে সতরঞ্চি ইত্যাদি নিজেই গুছাইতে লাগিল।]

———

* চতুর্থ দৃশ্য *

[গ্রাম হইতে একটি মেঠো পথ বাহির হইয়া উঁচু একটি পাকা সড়কে মিশিয়াছে। কাঁচা এবং পাকা সড়কের সংযোগস্থলটির সংলগ্ন বনবীথি এই দৃশ্যের কর্মস্থল। গভীর রাত্রি। আকাশে চাঁদ রহিয়াছে। দেখা গেল ইন্দ্র ও মধু রুদ্ধনিঃশ্বাসে কিসের যেন অপেক্ষা করিতেছে।]

মধু ॥ ইন্দ্রদা।

ইন্দ্র ॥ বল্।

মধু ॥ তোমার চাঁদ তো পশ্চিমে হেলে পড়ল।

ইন্দ্র ॥ হুঁ।

মধু ॥ তোমার কাঁচা সড়কে না পাচ্ছি গরুর গাড়ির শব্দ, পাকা সড়কে না পাচ্ছি জীপের শব্দ।

ইন্দ্র ॥ ধৈর্য্য ধর। সবুরে মেওয়া ফলে।

মধু ॥ আমার কী মনে হচ্ছে জানো ইন্দ্রদা?

ইন্দ্র ॥ কী?

মধু ॥ হরিদাসী তোমাকে ধাপ্পা দিয়েছে।

ইন্দ্র ॥ হরিদাসীকে তুই চিনিস না।

মধু ॥ শুধু আমি কেন? আজ পর্যন্ত নাকি ওকে কেউ চেনেনি।

ইন্দ্র ॥ দেখা যাক।

মধু ॥ তোমার হরিদাসীর কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলব এদের কী দুঃসাহস!

ইন্দ্র ॥ দুঃসাহস তো বটেই। আমাদের সাহসটাই বা কম কী? হ্যাঁরে, হাতবোমাগুলো সব সময়মত কাজ দেবে তো?

মধু ॥ বোমা ঠিকই কাজ করবে। এখন আমাদের হাতগুলো ঠিকমত কাজ করে তবেই হয়।

ইন্দ্র ॥ তবে এদ্দিন কি শেখালাম আমি তোদের ?

মধু ॥ শিকার আসুক। তারপর সেটা দেখে নিও। ইন্দ্রদা, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। একটু বসছি।

ইন্দ্র ॥ বসতে পেলে আবার শুতে চাসনি যেন।

মধু ॥ ইচ্ছে যে হচ্ছে না, তা নয়। অভিসারের জায়গাটা কেমন বেছে নিয়েছে দেখেছ ! এ পাশে কাঁচা সড়ক, ও পাশে পাকা সড়ক। মিলনমুখে অভিসারকুঞ্জটি। নাঃ রাজেন দত্তের বুদ্ধি আছে।

ইন্দ্র ॥ বুদ্ধি আছে বলেই তো এত পয়সা করেছে।

মধু ॥ এখন আর পয়সা নয় দাদা, এখন সোনা করছে। গাঁয়ের মেয়েকে, হোক-না-কেন সে বেশ্যা, বিদেশী নেকড়ের হাতে তুলে দিয়ে, বস্তা বস্তা চাল তার গ্রাসে দিয়ে, লুটে নিচ্ছে সোনা। শালাকে একবার পেলে হয়।

ইন্দ্র ॥ মধু, একটা হাতবোমা হাতে নে, আমি একটা শব্দ পাচ্ছি।

[উভয়ের রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা। একটা গরুর গাড়ীর বলদের গলার ঘণ্টা শোনা গেল। ছুটিয়া আসিল বুদ্ধু।]

বুদ্ধু ॥ [ইন্দ্রনাথকে] ক্যাপ্টেন, আমাদের গাঁ থেকে গরুর গাড়ীটা এসে পড়েছে।

মধু ॥ দেখিস, গাড়ীতে আবার তোর দাদা না থাকে। রাজেন দত্তের চ্যালা তো।

বুদ্ধু ॥ দাদাই হোক আর মামাই হোক দেশের সংগে বেইমানী করলে সে শালা আমার হাতেই মরবে।

ইন্দ্র ॥ কাঁচা সড়কে গরুর গাড়ী এসে গেল কিন্তু পাকা সড়ক দিয়ে কোন জীপ আসার শব্দ তো পাচ্ছি না এখনও।

মধু ॥ ওদের সব পাকা কাজ। জীপটা হয়ত কিছুটা দূরে অনেক আগেই এসে বাতি নিভিয়ে অপেক্ষা করছে। যেই না শুনবে গরুর গলার ঘণ্টা, বিদেশীশালার নেচে উঠবে মনটা। আর তখনই জীপ নিয়ে ছুটে আসবে এখানে।

বুদ্ধু ॥ সঙ্গে সঙ্গে খাবে আমাদের বোমা।

ইন্দ্র ॥ আরে বোমাগুলো ফাটবে তো?

বুদ্ধু ॥ ক্যাপ্টেন, বোমাগুলো আমার হাতের কাজ। সেজন্য জামিন থাকছি আমি।

মধু ॥ ক্যাপ্টেন, জীপের শব্দও পাচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ পাকা সড়ক থেকে জীপটা এখানে আসবার জন্যে যেই কাঁচা সড়কে নামবে, আমাদের কাটা খাদে পড়েই জীপটা খাবে একটা ঝাঁকুনী। ঠিক সেই সময় আমাদের সিধু যদি বোমাটা ফাটাতে পারে ড্রাইভারের ওপরে, ওরে পারবে তো, পারবে তো?

বুদ্ধু ॥ তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ক্যাপ্টেন, সিধুর টিপ সিওর।

[গরুর গাড়িটা এইস্থানের নিকটতম পথে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ইন্দ্র ॥ [উত্তেজিত স্বরে] হরিদাসী নেমেছে।

মধু ॥ কিন্তু রাজেন শালাকে তো দেখছি না।

ইন্দ্র ॥ লোকটা হয়ত মালপত্র নিয়ে গাড়িতেই রইল।

[উত্তেজিতভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে হরিদাসীর প্রবেশ।]

হরিদাসী ॥ ইন্দিরদা, আমি এসেছি।

ইন্দ্র ॥ কিন্তু তোমার হাতে কী?

হরিদাসী ॥ মদের বোতল।

ইন্দ্র ॥ তুমি একা কেন? রাজেন দত্ত কই?

হরিদাসী ॥ তোমাদের দুর্ভাগ্য সে আজ এল না। কী কাজ আছে।
ইন্দ্র ॥ তবে তোমাকে নিয়ে এসেছে কে ?
হরিদাসী ॥ দত্তমশাই-র ডান হাত সেই গোমস্তাবাবু।
ইন্দ্র ॥ তিনি এলেন না যে এখানে ?
হরিদাসী ॥ মাল খাইয়ে তাকে বেসামাল করে রেখে এসেছি গাড়িতে।
ইন্দ্র ॥ গাড়োয়ান ?
হরিদাসী ॥ তাকেও।
ইন্দ্র ॥ গাড়ীতে আর কী ?
হরিদাসী ॥ বস্তা বস্তা চাল।
মধু ॥ ঐ জীপও আস্‌চে।
বুদ্ধু ॥ হ্যাঁ ঐ যে হেড-লাইটের আলোতে সব দেখা যাচ্ছে।
হরিদাসী ॥ ইন্দিরদা, তোমাকে কিন্তু থাকতে হবে আমার কাছে।
ইন্দ্র ॥ ভয় করছে বুঝি ?
হরিদাসী ॥ (ইন্দ্রের কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া) তা' একটু করছে বইকি।
ইন্দ্র ॥ তোর আবার ভয় ? ভয়ই তো তোকে দেখে ভয় পায়।

[বুদ্ধু হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

নো—নো—নো—বুদ্ধু, হাসি নয়। আর একটা কথাও নয়। ঐ জীপটা এসে গেছে, ঐ যে কাঁচা সড়কেও নামছে। হ্যাঁ ঐ খাদে পড়েছে। ঝাঁকুনী খেয়েছে—। বোমা—বোমা—

[সংগে সংগে কিছুদূরে বোমার আওয়াজ। আনন্দে নৃত্যরত বুদ্ধু অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সংগে সংগে রাইফেলের একটি গুলি আসিয়া তাহার পায়ে বিঁধিল। সে আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল।]

বুদ্ধু ॥ ইন্দিরদা, শালা গুলি মেরেছে। আমার পায়ে লেগেছে।
ইন্দ্র ॥ হরিদাসী, তুই বুদ্ধুকে দেখ্। মধু, হাতবোমা নিয়ে ছোট্।

[বুদ্ধু যন্ত্রণায় কাৎরাইতে লাগিল। হরিদাসী তাহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল।]

হরিদাসী ॥ এই বুদ্ধু, কোথায় লেগেছে ?

বুদ্ধু ॥ [কাৎরাইতে, কাৎরাইতে] পায়ে। এই ছাখ ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

হরিদাসী ॥ ওটা আমি বন্ধ করছি। যাক তোর মাথাটা বেঁচে গেছে। বলিহারি যাই তোর বুদ্ধি দেখে। অমন কোরে হাসতে গেলি কেন, বুদ্ধু ?

বুদ্ধু ॥ কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে দিওনা হরিদাসীদি।

হরিদাসী ॥ আঃ, কতকাল পরে আবার সব একসংগে খেলা হচ্ছে বুদ্ধু!

বুদ্ধু ॥ আঃ! আমি জলজ্যান্ত মারা যাচ্ছি আর উনি কিনা খেলা দেখছেন।

[ছুটিয়া আসিল ইন্দ্র।]

ইন্দ্র ॥ দেখি, কোথায় লেগেছে ?

হরিদাসী ॥ পায়ে।

ইন্দ্র ॥ যাক্ বেঁচে যাবি। এখন দরকার 'ফাষ্ট' এইড্' [হরিদাসীকে] চল্ ওকে নিয়ে চল।

হরিদাসী ॥ কোথায় ?

ইন্দ্র ॥ আপাততঃ গরুর গাড়ীতে।

হরিদাসী ॥ তারপর ?

ইন্দ্র ॥ ঐ গোমস্তাবাবু আর চালের বস্তা, সেই সংগে তোকে আর এটাকে চালান দিচ্ছি তোর বাড়িতে।

হরিদাসী ॥ তারপর ?

ইন্দ্র ॥ জীপটাকে চালু করতে পারি কিনা দেখছি। জীপের ড্রাইভার শালা খুব অল্পের জন্য পালাতে পেরেছে। কিন্তু আসল

শালা খতম্—যেশালা তোর বাড়িতে গিয়ে রাতে ঢলাঢলি করেছিল।

[বুদ্ধু হাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে হরিদাসীও।]

বুদ্ধু ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ, এখন কুপোকাৎ। ঢলাঢলিই করছে।

ইন্দ্র ॥ এই বুদ্ধু, আবার? তোর না পায়ে গুলি বিঁধেছে!

বুদ্ধু ॥ মুখে তো বেঁধেনি দাদা, চল।

[সকলে অগ্রসর হইল।]

হরিদাসী ॥ ইন্দিরদা তোমার পায়ে গুলিটা লাগল না। আশ্চর্য!

ইন্দ্র ॥ সেজন্য তোর কি দুঃখ হ'চ্ছে?

হরিদাসী ॥ তা হ'চ্ছে বৈকি। ভেবেছিলাম হয় তুমি মরবে না হয় আমি মরব। কার চোখে জল আসে দেখতেন বিধাতা।

ইন্দ্র ॥ পাগলামী রাখ। চল।

---

* পঞ্চম দৃশ্য *

শেষ রাত্রি ।

[মহেন্দ্রের বহির্বাটীর সেই গৃহপ্রাঙ্গণে ময়না আহতদের অপেক্ষায় ছিল। অদূরে অন্ধকারের মধ্যে একটি শীষ শোনা গেল। ইহাতে ময়না চমকিত হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সে অন্ধকারে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। অন্ধকার হইতে আবির্ভূত হইল মাণিক।]

ময়না ॥ কে ?

[মাণিক পুনরায় একটি শীষ দিয়া হাতছানিতে তাহাকে কাছে ডাকিল।]

ময়না ॥ মাণিকদা। ওখানে কেন ? এখানে এসো না।

[মাণিক ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

মাণিক ॥ ময়নামণি। তুমি বুঝি ভেবেছো আমি ভয়ে পালিয়ে গেছি ?

ময়না ॥ না, তা ভাববো কেন ? তোমার সাহস যে আমি জানি।

মাণিক ॥ জানো ? ঠাট্টা করছো না তো ?

ময়না ॥ না, না, ঠাট্টা কেন। এ গাঁয়ের সব জোয়ান ছেলেরা বিদেশী দুষমণদের হটিয়ে দেবার জন্য একজোট হয়ে কুচকাওয়াজ শিখছিলো দাদার কাছে এ কয়দিন। দাদা তোমাকেও ডাকতে গিয়েছিলেন, তুমি তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছো শত্রুর ভয় তুমি করো না।

মাণিক ॥ হ্যাঁ, না—তা বলেছিলাম। মামা বলে কিনা, তাই বলেছিলাম। মামার দু'-দু'টো বন্দুক আছে যে। কাউকে ভয় পায় না।

ময়না ॥ আ-হা-হা —তাই তো। দু'দুটো বন্দুক। দাদা তবে কেন মিছামিছি গাঁয়ের জোয়ান ছেলেদের নিয়ে—

মাণিক ॥ মামা তো বলেন, তোমার দাদা একটি ইষ্টুপিড।

ময়না ॥ আমার দাদাকে ইষ্টুপিড বলছ? ইষ্টুপিড?

মাণিক ॥ আমি না, মামা। তোমার দাদা মিলিটারীতে বছর দুই চাকরী করে তোমার বিয়ে দিতে এক মাসের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। গাঁয়ের বোকা ছেলেগুলোকে দুদিন কুচকাওয়াজ করিয়ে খুব সর্দারী করছে। বলছে গোরিলা লড়াই করবে। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। [ময়নার দিকে তাকাইয়া ভয়ে] আমি না, মামা।

ময়না ॥ এদের ঢাল তরোয়াল নেই বটে, কিন্তু তোমাদের রয়েছে দু' দু'টো বন্দুক। কেমন?

মাণিক ॥ এই তো বুঝেছো। আর আমি তাই তোমাকে নিয়ে যেতেই এসেছি।

ময়না ॥ কোথায়?

মাণিক ॥ আমাদের বাড়ী।

ময়না ॥ তোমাদের বাড়ী? আমি যাবো কেন?

মাণিক ॥ আমাদের বাড়ীই তো এখন তোমার বাড়ী। বাকি ছিলো শুধু মন্ত্রপাঠটা, নইলে বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে।

ময়না ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। বিয়ে হয়ে গেছে?

মাণিক ॥ না হয় আর একবার হবে। আমরা আজ শেষ রাতে এ গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি কিনা?

ময়না ॥ চলে যাচ্ছো?

মাণিক ॥ হ্যাঁ। এখানকার এসব হাঙ্গামায় মামা আমাদের আর রাখতে চাইছেন না। আমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আজ এই শেষ রাতে মামার শ্বশুর বাড়ী। কিন্তু তোমাকে এই বিপদের মুখে ফেলে আমি যেতে পারছি না ময়নামণি। তোমাকে তো আজ আমি নতুন ভালোবাসছি না গো।

ময়না ॥ কে বলছে সে কথা ? বহুদিন থেকেই যে তুমি আমাকে জ্বালাচ্ছো সে কথা গাঁয়ের লোক সবাই জানে। মাঝে মাঝে এমন জ্বালাতন হতাম আমি যে, মা'কে বলতাম, না-মা আর পারিনে, ঐ মানুকের সঙ্গেই আমার বিয়ে দাও।

মাণিক ॥ এঁ্যা, তুমি বলতে ? বলতে ?

ময়না ॥ তোমাদের অত টাকা-পয়সা, জমিজমা দেখে মা'রও ছিলো না আপত্তি—।

মাণিক ॥ বা—বা—বা, তাই নাকি ?

ময়না ॥ আপত্তি হলো বাবার আর দাদার। তাঁরা বলতেন, চোরাকারবার, জাল-জোচ্চুরি আর মুনাফাবাজীতেই নাকি তোমাদের অত টাকা পয়সা। সব ধনই নাকি তোমাদের অধর্মের ধন।

মাণিক ॥ এই ছ্যাখো। এসব কথা আমিও মামাকে মাঝে মাঝে বলি। তা মামা বলেন, টাকা-পয়সার আবার জাত আছে নাকি ? ধর্মের টাকারও যা দাম, অধর্মের টাকারও সেই দাম। ঐ সেই যোলো আনা। সেই একশো নয়া পয়সা। কমও নয়, বেশীও নয়।

ময়না ॥ তাই তো। এ কথাটা তো ভেবে দেখিনি।

মাণিক ॥ তবেই দ্যাখো, মামার বুদ্ধিটা দ্যাখো। তোমার কাছে আর গোপন করবার কি আছে, বিদেশী শত্রুরা আসছে দেখে এ গাঁয়ের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে পালাই পালাই করছে। কিন্তু মামার ব্যবসা আরো জেঁকে উঠছে।

ময়না ॥ বলো কি ? তাই নাকি ?

মাণিক ॥ হঁ্যা গো। যা কেউ পারেনি, মামা পেরেছে। হঁ্যা, মামা ঐ বিদেশী শত্রুদের সঙ্গেও যোগাযোগটা রেখেছে। মামার মাল সোনার দামে বিকোচ্ছে। নোট নয়—টাকা নয়—একেবারে

খাঁটি সোনা। ভাবছো কি? সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো আমি তোমাকে। এসো ময়নামণি, এসো।

ময়না॥ [রাগে ফুলিয়া] এবার বরঞ্চ তুমি এসো।

মাণিক॥ সে কি গো?

ময়না॥ আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো। একটা বন্দুক পেলে গুলী করে তোমাকে মারি।

মাণিক॥ হেঃ হেঃ, আমাকে মারবে? বিধবা হবে যে।

ময়না॥ [কৃত্রিম কোপে] বিধবাই হচ্ছি। [কোমরে কাপড় জড়াইল]।

মাণিক॥ ওরে বাবা। এ যে মা কালী!

[পলায়ন। ময়না ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় বাহির হইতে ছুটিয়া আসিল কিশোর।]

কিশোর॥ স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়!

ময়না॥ কেউ না, কেউ না। কিন্তু ব্যাপার কি কিশোর?

কিশোর॥ ফার্ষ্ট-এডের বাক্সটা শিগ্‌গীর আমাকে দাও।

ময়না॥ কেন কিশোর? দাদা তো সেটা আমার কাছেই রাখতে বলেছে।

কিশোর॥ কিন্তু দাদাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, সেটা নিয়ে যেতে, এক্ষুণি।

ময়না॥ কেন, কেন কিশোর? কেউ জখম হয়েছে নাকি?

কিশোর॥ হ্যাঁ ময়নাদি, শত্রুর সঙ্গে লড়াই হচ্ছে।

ময়না॥ সে কি? আমাদের কেউ মারা গেছে নাকি?

কিশোর॥ না না, এখনো আমাদের কেউ মরেনি। হয়েছিলো কি জানো? একটা জীপ গাড়ীতে ওদের কয়েকজন মিলিটারী ছুটে আসছিলো আমাদের গাঁয়ের দিকে জঙ্গলের ধারের রাস্তাটা দিয়ে।

ময়না ॥ কিন্তু ও রাস্তাটায় তো তোরা একটা খাদ কেটে দিয়েছিস।

কিশোর ॥ হ্যাঁ, সেই খাদে ছিটকে পড়ে ওদের গাড়ীটা। লোকগুলো জখম হয়ে চীৎকার করে ওঠে। সেই চীৎকার শুনে পাশের জঙ্গল থেকে হো হো করে হেসে ওঠে আমাদের বুদ্ধুদা। সঙ্গে সঙ্গে ওদের একজন বন্দুক ছোঁড়ে সেই হাসি লক্ষ্য করে। ব্যাস, বুদ্ধুদা কুপোকাত। ডান পায়ে বিঁধেছে গুলী—দাদা তাকে পিঠে করে এনেছে আর একটা জায়গায়। কিন্তু আরএখন এখানে আনার উপায় নেই, তাই ফার্ষ্ট-এডের বাক্সটা—

ময়না ॥ আমি আনছি।

[ময়না ছুটিয়া ঘরে গেল। কিশোর আলোটি নামাইয়া সেই আলোতে তাহার পায়ের একটি কাঁটা তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ফার্ষ্ট-এইডের বাক্স লইয়া ছুটিয়া আসিল ময়না।]

কিশোর ॥ [কাঁটা তুলিতে গিয়া আপন মনে] বিদেশী দস্যু আসিছে রে ওই কর কর সবে সাজ। শালা পায়ে ধরেছিস, তাই কিছু বলিনি।

ময়না ॥ ওকি, তোর পায়ে কি হয়েছে ?

কিশোর ॥ বিদেশী দস্যু কাঁটা হয়ে পায়ে ফুটে গেছে ময়নাদি। এই যে—এই যে—শালাকে টেনে বের করো দেখি। পা ছাড় শালা।

ময়না ॥ তাই তো! কত বড় কাঁটাটা—

[ময়না কাঁটাটি টানিয়া বাহির করিল।]

কিশোর ॥ আঃ! মর শালা [কাঁটাটি ফেলিয়া দিল] পা ধরেছিলি তাই বেঁচে গেলি। এবার খুব ছুটতে পারবো।

ময়না ॥ দাঁড়া। একটু টিনচার আয়োডিন দিয়ে দিচ্ছি।

[ময়না বাক্সটি খুলিয়া টিন্‌চার আয়োডিন লাগাইয়া দিলো।]

কিশোর ॥ ভাগ্যিস বাক্সটা খুলেছিলে। এটুকু ব্যাণ্ডেজে কি হবে—
আরো ব্যাণ্ডেজ চাই যে।

ময়না ॥ কিন্তু আর তো নেই কিশোর।

কিশোর ॥ একটা পুরোনো কাপড়-টাপড় ছিঁড়ে দাও না। না
থাক্, দেরী হয়ে যাবে।

ময়না ॥ না না দেরী হবে না, আমি দিচ্ছি।

[নিজের সাড়ীর সম্পূর্ণ আঁচলটি ছিঁড়িয়া দিতে গেল।
কিশোর বাধা দিল।]

কিশোর ॥ করছো কি ময়নাদি! বিয়ের শাড়িটা—

ময়না ॥ লড়াইটাই আজ বিয়ে।

[ময়না দাঁতে শাড়ির আঁচলটি কাটিবে এমন সময়
বুদ্ধুকে লইয়া ইন্দ্রনাথ এখানে আসিয়া দাঁড়াইল।
ময়না ছুটিয়া গিয়া বুদ্ধুকে ধরিল।]

ইন্দ্র ॥ [কিশোরকে] ফার্ষ্ট-এইডের বাক্সটা আনতে ছ'মাস
লাগে ইডিয়ট।

[ধরাধরি করিয়া বুদ্ধুকে শোয়াইয়া দিল। বুদ্ধ
কাতরাইতেছে।]

জল। পাখা ॥ [কিশোর ও ময়না ঘরে ছুটিল] এই
বুদ্ধু তুই তো হাসছিলি।

বুদ্ধু ॥ [কাতরাইতে কাতরাইতে] হাসছি, এখনো হাসছি।
আঃ—উঃ।

[কিশোর ও ময়না, জল, পাখা আনিয়া সেবার
কাজে লাগিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ ফার্ষ্ট-এইডের বাক্স
খুলিয়া বুদ্ধুর পায়ের কাছে রাখিল। ফার্ষ্ট- ইড
আরম্ভ করিয়া ছুরিটা বাহির করিল।]

ইন্দ্র ॥ হাস্, বুদ্ধু, হাস্।

বুদ্ধু ॥ উঃ—আঃ—আমি তো হাসছি,—আমি তো হাসছি।

ময়না ॥ কেঁদোনা বুদ্ধুদা, শত্রু হাসবে।

বুদ্ধু ॥ উঃ—আমি তো হাসছি, আমি হাসছি। আঃ—ওঃ –

ইন্দ্র ॥ [ইন্দ্রনাথ ব্যাণ্ডেজ করিতে করিতে] ঐ যে আমাদের চারণ দল পথে পথে গান গেয়ে পাহারা দিচ্ছে—গলা মেলা বুদ্ধু, গলা মেলা—

[চারণগণের গান]

সীমান্তে আজ দিচ্ছে হানা
রক্ত আঁখি ঘোর।
শক্ত সিধে রুখে দাঁড়া পরখ হবে জোর
বন্দে মাতরম্ চির অভয় মন্ত্র তোর ॥
প্রভাতখানি ছিল রঙ্গীন স্বর্ণরোদে মোড়া
মানবতার পুণ্যপথে তীর্থগামী মোরা।
বিশ্বটারে ভেবেছিলাম বাঁধবো প্রেমহারে
ভাঙলো স্বপন দ্বারের পাশে অস্ত্র ঝনৎকারে।
বিঘ্ন-বিপদ সয়েছি ঢের আর করিনে ভয় (মোরা)
শুভাশুভের দ্বন্দ্ব এতো নতুন কথা নয়।
জিনবো তারে জীবন-পণে ঐক্যে বাঁধা প্রাণ
দুষ্কৃত দমনের সাথী আছেন ভগবান ॥

[গীতিকার শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]

———

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

* প্রথম দৃশ্য *

প্রভাত।

[মহেন্দ্রের বহির্বাটীর গৃহপ্রাঙ্গণে পঞ্চায়েতের বৈঠক। মহেন্দ্র, শিবনাথ, হলধর, দীননাথ, শীতল—এই পঞ্চ-প্রধান উপস্থিত। তাহা ছাড়া গ্রামরক্ষীদের নায়ক মিলিটারী পোষাক পরিহিত ইন্দ্র, কানাই ও কিশোরও এ সভায় উপস্থিত। বারান্দায় জয়মতী ও ময়না ব্যাণ্ডেজ তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত। কিন্তু তাহাদের কাণ রহিয়াছে বৈঠকের আলোচনায়। কানাই পোষ্টার লিখিতেছে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", "শত্রু যদি আসে ঝুঁকে, থাবড়া কষে মারবো বুকে।" কিশোরের বুকে পিঠে দুইটি পোষ্টার বাঁধা। তাহাতে লেখা—(১) স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়। (২) বিদেশী শত্রু আসিছে রে ওই, কর কর সবে সাজ।···সে পঞ্চপ্রধানকে তামাক, জল ইত্যাদি পরিবেশন করিতেছে।]

শিবনাথ ॥ হয়তো কোনো একটা ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে একটা রাজনৈতিক বিরোধ বেধেছিলো।

শীতল ॥ রাখো ওসব বড় বড় কথা। শাস্ত্রটাস্ত্র বরং আমরা বুঝি। রাজনীতির কী-ই বা আমরা জানি, কী-ই বা আমরা বুঝি।

হলধর ॥ তা নয়তো কি? সহর থেকে কতদূরে অজ পাড়াগাঁয়ে আমরা থাকি। গাঁয়েরএকমাত্র রাজপুরুষ রামু চৌকিদার। তা সেও তো হকচকিয়ে গেছে। কিচ্ছু জানে না সে।

মহেন্দ্র ॥ আরে বাপু, বিরোধ তো আলাপ-আলোচনা করে মীমাংসা করা যেতো।

শিবনাথ ॥ তা নয়তো কি? জোত-জমি, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ আপোষে নিষ্পত্তি করে দিচ্ছে না কি এই পঞ্চায়েত?

হলধর ॥ মামলা মোকদ্দমা করে, লড়াই করে, দু'পক্ষকেই হতে হয় সর্বস্বান্ত, এটা মানুষ ঠেকেও শেখে না গো, দেখেও শেখে না।

ইন্দ্র ॥ ওসব হা-হুতাশ এখন রাখুন। সামনে এখন যে বিপদ সে দিকে তাকান। বিদেশী সৈন্য অতর্কিতে আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। কোনো যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে কিনা আমরা জানি না। আমাদের সৈন্যবাহিনী হয়তো এগিয়ে আসছে শত্রুর অগ্রগতি রুখতে। কিন্তু মাইলের পর মাইল জবর দখল করে এরই মধ্যে শত্রু এসে পড়েছে আমাদের গাঁয়ের সীমানায়, আমাদের ঘাড়ের উপর। আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো?

মহেন্দ্র ॥ সরকার নিশ্চয়ই চান না আমরা নতি স্বীকার করি—আবার আমরা পরাধীন হই।

ইন্দ্র ॥ জাতীয় সরকার তা কখনো চাইবেন না। কঠোর সংগ্রাম করে দু'শো বছরের বিদেশী শাসন দূর করে এ দেশ হয়েছে স্বাধীন। এখন আবার বশ্যতার কথা চিন্তা করাও পাপ। সহজ বুদ্ধিতে আমি এইটুকু বুঝি, দেশের মাটি আমার মা টি। আমার দেশ আর আমার এই মা, দুই-ই এক। রক্ষা করবার ভার সন্তানের।

কানাই ॥ [পোষ্টারটি ঝুলাইয়া] "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

জয়মতী ॥ বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। মায়ের মান-সম্মান তোদেরি হাতে।

ইন্দ্র ॥ তুমি ভেবো না মা। শত্রু যদি এ গাঁয়ে ঢুকে পড়ে আমরা ছেড়ে কথা কইবো না।

মহেন্দ্র ॥ শোনো বাবা, শোনো। একটা কথা বিবেচনা করবার আছে। শত্রু দলে ভারী।

হলধর ॥ শুনেছি গাঁয়ের সীমান্তে এখন পর্যন্ত যা এসে পড়েছে তার সংখ্যাই শ' দুই।

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ তাই। এরা হলো গিয়ে অগ্রগামী দল।

মহেন্দ্র ॥ ওরা মিলিটারী। সশস্ত্র। তোমরা নিরস্ত্র।

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ। আমরা জানি, আমরা নিরস্ত্র।

মহেন্দ্র ॥ তবে কি করে লড়াই করবে তোমরা ?

ইন্দ্র ॥ গেরিলা লড়াই করবো আমরা।

কানাই ॥ তাকে তাকে থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে শত্রু নিপাত করবো আমরা।

মহেন্দ্র ॥ তোমরা কারা ?

কানাই ॥ এ গাঁয়ের সব ছেলেরা।

ময়না ॥ মেয়েরাও।

ইন্দ্র ॥ এ ক'দিন মিটিং করে আমাদের যা করণীয় তা আমরা ঠিক করে ফেলেছি।

ময়না ॥ আমরাও।

জয়মতী ॥ বিদেশী শত্রু তাড়াও, মায়ের দুধের মান রাখো সবাই।

মহেন্দ্র ॥ শুধু এই আফশোষ আমাদের হাতিয়ার নেই।

জয়মতী ॥ হাতিয়ার না থাক, হাত আছে।

কিশোর ॥ নখ আছে। দাঁত আছে।

কানাই ॥ আর কিছু না পারি, মরার আগে মরণ কামড় দিয়ে মরতে পারবো আমরা।

ইন্দ্র ॥ মিলিটারী হাতিয়ার আমাদের নেই সত্যি, কিন্তু বিপাকে ফেলে টুঁটি চেপেও মারা যায় মানুষ।

কিশোর ॥ [একটি পোষ্টার দেখাইয়া] "শত্রু যদি আসে ঝুঁকে, থাবড়া কষে মারবো বুকে।"

[কেউ কেউ হাসিয়া উঠিল।]

ইন্দ্র ॥ আসবে কিরে? শত্রু তো এসে গেছে। কাল রাতে। ঘরের দুয়ারে।

[রাজেন্দ্রের প্রবেশ।]

ময়না ॥ ঘরের দুয়ারে বলছো কেন দাদা? বরং বলো এসে গেছে ঘরে।

রাজেন্দ্র ॥ কে?

ইন্দ্র ॥ শত্রু।

রাজেন্দ্র ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ একটা রব তুলে খুব একটা হৈ-হৈ সুরু করেছো বটে তোমরা। যতো সব হুজুক আর হুজ্জত। তা পঞ্চায়েত, তোমার সভায় এ অধমকে তলব কেন?

মহেন্দ্র ॥ পরামর্শ চাই। বসো ভাই বসো।

রাজেন্দ্র ॥ পরামর্শ! তবে তামাক।

জয়মতী ॥ তামাক খাবার এখন তোমার খুব সুবিধে হবে ঠাকুর পো।

রাজেন্দ্র ॥ কেন, কেন?

জয়মতী ॥ লড়াইয়ের আগুন জ্বললো দেশে।

রাজেন্দ্র ॥ লড়াই? কোথায় লড়াই? কে বলছে লড়াই?

মহেন্দ্র ॥ বিদেশী সৈন্য গাঁয়ের সীমান্তে এসে পড়েছে। শোন নি? জানো না?

রাজেন্দ্র ॥ বিদেশী আর সৈন্য হলেই যে শত্রু হবে, তা কে বলেছে? শত্রু যদি হতো, আমাদের সৈন্য ছুটে এসে ওদের রুখতো না? ওরা যে আমাদের সরকারের নেমন্তন্নে এদেশে বেড়াতে আসেনি, কে বলতে পারে?

হলধর ॥ দেখো ওরা তোমার জামাই-টামাই নয়তো ?

[সকলের হাস্য ।]

রাজেন্দ্র ॥ প্রাণ যা চায় বলো। আমার হচ্ছে গণ্ডারের চামড়া। যা ভালো বুঝি, সে আমি বলবোই।

শীতল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বকো আর ঝকো কানে দিয়েছি তুলো, মারো আর ধরো পিঠ করেছি কুলো। শাস্ত্র বাক্য।

রাজেন্দ্র ॥ [চটিয়া] প্রমাণ কি যে, ঐ বিদেশী সৈন্য আমাদের শত্রু ? শত্রুই যদি হতো, তবে কি আমাদের সরকার ঘুমিয়ে আছে ? আমি বলছি ওরা এসেছে সরকারী নিমন্ত্রণে এদেশে বেড়াতে। যুদ্ধ করতে নয়।

দীননাথ ॥ ইংরাজ যখন এদেশে ঢুকে পড়ে, মীরজাফরের দলও তাই বলেছিলো বটে। বলেছিলো, ওরা এসেছে ব্যবসা করতে, রাজ্য করতে নয়।

অনেকে ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলো।

রাজেন্দ্র ॥ বলো ভাই বলো, প্রাণ যা চায় বলো। মুখের তো আর ট্যাক্স নাই। তা আমাকে তলব কেন ? আমার সঙ্গে কী পরামর্শ ?

ইন্দ্র ॥ কাল আমরা প্রথম দেখতে পাই একদল বিদেশী সৈন্য আমাদের জঙ্গলের ওধারে আনাগোনা করছে। তখনই বুঝতে পারি, তাদের উদ্দেশ্য আমাদের গ্রাম আক্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনিতে আমরা গ্রামবাসীদের প্রস্তুত থাকতে বলি।

রাজেন্দ্র ॥ কিন্তু তাতে তোমার বাপই হলেন সবচেয়ে বেশী অপ্রস্তুত। মেয়ের বিয়েটাই হল পণ্ড। ঐ মেয়েকে আর কে ঘরে নেবে ? নিতে পারতাম একমাত্র আমি। রাজীও হয়েছিলাম মাণকের সঙ্গে বিয়ে দিতে। কিন্তু এমন অপয়া মেয়েটা, ঠিক সময় বুঝেই ডেকে নিয়ে এলো মাথার উপরে একটা এরোপ্লেন।

ময়না ॥ এই অপয়া মেয়ে যে আপনার ঘরে যায়নি এ আপনি খুব বেঁচে গেছেন খুড়োমশাই।

কানাই ॥ আমরাও বেঁচেছি।

মহেন্দ্র ॥ আঃ! তোমরা থামো। [ইন্দ্রের দিকে তাকাইয়া] তারপর?

ইন্দ্র ॥ এ গ্রামে বিদেশী সৈন্য আসবার যে সব পথঘাট ছিলো, এ কয়দিনে আমরা তাতে বড়ো বড়ো খাদ কেটে দিয়েছি। গাড়ী নিয়ে এই সব পথঘাটে যাতায়াত করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়েছে। কাল রাতে বিদেশী মিলিটারী জীপ গাড়ীতে গ্রামে ঢুকতে গিয়ে পড়ে যায় এই খাদে। আরোহী সৈনিকরা আহত হয়ে গাড়ীটা ফেলেই গেছে পালিয়ে।

সকলে ॥ সাবাস! সাবাস!

দীননাথ ॥ কতো বড়ো আনন্দের কথা।

রাজেন্দ্র ॥ বটেই তো, বটেই তো। পঞ্চায়েতের উচিত তোমাদের ভরপেট মিষ্টি খাইয়ে দেওয়া। বৌঠান, বিয়েটা তো কাল মাঠেই মারা গেছে, মিষ্টিটিষ্টিগুলো যদি থাকে, ভোজটা আজ হতে দোষ কি! 'মিষ্টান্নমিতর জনাঃ'—বল না হে শীতল।

জয়মতী ॥ বিয়েটা মারা গেছে বটে কিন্তু ভোজটা মারা যায়নি ঠাকুরপো।

কিশোর ॥ আমাদের গেরিলা বাহিনী পেটপুরে খেয়েছে সেই ভোজ কাল রাতে।

মহেন্দ্র ॥ না না, চায়ের টিনগুলো পড়ে রয়েছে দেখেছি।

জয়মতী ॥ চা করতে আমি বলেছি। কিছু মিষ্টিও আছে। এ কয়েক-জনের হবে। আমি দিচ্ছি। আয়তো ময়না।

ইন্দ্র ॥ [কিশোরকে ইঙ্গিতে] কিশোর তুমি যাও ভাই। চা-টা একটু ভালো করে তৈরী করে আনো। আমার গলাটাও কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে ঐ চায়ের কথা শুনে।

কিশোর ॥ সেই মিলিটারী চা তো ?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ, মিলিটারী চা।

[জয়মতী, ময়না এবং কিশোর অন্দরে চলিয়া গেল।]

ইন্দ্র ॥ কিন্তু এ আনন্দ আমাদের ক্ষণস্থায়ী। এর পরেই আসছে অনেক দুঃখের কথা। কাল ছিলো শুক্লপক্ষের মেঘলা রাত। এই আবছা আঁধারের সুযোগ নিয়ে শত্রুদের মতলব ছিল, এ গাঁয়ে সরাসরি ঢুকে গাঁয়ের অবস্থাটা দেখা। হ্যাঁ, আরো হয়তো কোনো গোপন উদ্দেশ্য ছিলো—যাকগে সে কথা। এখন সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে—শত্রু কাল থেকে আমাদের ঘরের দুয়ারে। আজ আর বসে থাকবেনা। আজ করবে আক্রমণ।

রাজেন্দ্র ॥ তাই কি ? তাহলে কাল করেনি কেন ?

ইন্দ্র ॥ আজকাল লড়াইয়ের ধারাটা একটু বদলে গেছে। যাদের আক্রমণ করবে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মিত্র খুঁজে বেড়ায় শত্রু। হ্যাঁ, প্রথমে সেই চেষ্টাই করে। তাতে লড়াইটা তাদের পক্ষে হয় সহজ। কাল পর্যন্ত শত্রু হয়তো সেই চেষ্টাই করেছে। কিন্তু অপেক্ষারও একটা সীমা আছে। আজ আর অপেক্ষা করবে না।

রাজেন্দ্র ॥ বলো পঞ্চায়েত, এখন কি করা। আমাদের এইসব নিধিরাম সর্দারের ভরসায় গাঁয়ে বসে থাকবে, না পালাবে।

মহেন্দ্র ॥ সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে পালাতে পারবো না।

সকলে ॥ না, না, পালানো চলবে না।

হলধর ॥ কোথায় পালাবো ? পালিয়ে যেখানে যাবো, সেখানেও তো পিছু পিছু ধাওয়া করবে এই শত্রুই।

শীতল ॥ পালিয়ে কার দোরে যাবো। কে দেবে আশ্রয় ? কে দেবে খেতে? মরতেহয় লড়াই করেই মরবো। শাস্ত্রেও বলে'মাভৈঃ!'

অনেকে ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। লড়াই করেই মরবো।

রাজেন্দ্র ॥ লড়াই! তোমাদের সম্বল তো ওই বাঁশের লাঠি। বড়জোর কুড়ুল, কাস্তে আর বঁটি দা। তাই দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে তোমরা মিলিটারী! কামান, বন্দুক, মেশিনগান—এ্যাটম বোম! আবার বলে কিনা মাভৈঃ।

দীননাথ ॥ তুমি কি করতে চাও রাজেন?

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। তুমি বুদ্ধিমান লোক। তোমার মতটা আমরা জানতে চাই রাজেন। সেইজন্যই তোমাকে ডেকেছি।

রাজেন্দ্র ॥ পালাবো? কোথায় পালাবো?

হলধর ॥ তবে গাঁয়ে থেকেই লড়াই করবে?

রাজেন্দ্র ॥ লড়াই? তা নিধিরাম সর্দাররা করতে পারে। লড়াই করবার শক্তি আমার নেই।

মহেন্দ্র ॥ তবে কি শত্রুর কাছে যোড়হাত হবে?

রাজেন্দ্র ॥ প্রজাকে রক্ষা করার ভার আমাদের সরকারের। সরকার যদি আমাদের রক্ষা না করেন, যোড়হাত হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? আমার বাপু স্পষ্ট কথা। এই যে চা-জলখাবার এসে গেলো। আঃ! এখনি যদি আমাদের জাতীয় সরকারের সৈন্য বাহিনীটা এসে যায়—তাহলে শালাদের একবার দেখে নিতাম।

[ময়না, জয়মতী, কিশোর চা-জলখাবার ইত্যাদি পরিবেশন করিতে লাগিল।]

ইন্দ্র ॥ খুড়োমশাইও তবে পালাচ্ছেন না। এটা আমি বিশ্বাস রাখি যে, ওঁর বাড়ীর লোক পালালেও উনি পালাবেন না। কারণ চট্ করে এত বিষয়-সম্পত্তি উনি পিঠে বেঁধে নিয়ে যেতে পারেন না। তা ভালোই হলো। আমরা তো সবাই একমত—গাঁয়ে থাকব। শত্রুকে যে যতটা পারি বাধা

দেবো। মেয়েদের জন্যই বেশী ভাবনা। ইতিহাসে লেখা আছে আগেকার দিনে শত্রুর হাতে অসম্মানের ভয়ে মেয়েরা বিষের আঙটি হাতে পরে থাকতো। আমরাও তাই বেদেদের কাছ থেকে সাপের বিষ যোগাড় করে রেখেছি বেশ কিছু।

অনেকে ॥ বিষ!

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ বিষ। লড়াইয়ের সময়ে বিষ অনেক কাজে লাগে। সম্মান রক্ষা করতে আত্মহত্যা করা যায়। আবার সুযোগ পেলে পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে শত্রুনাশও করা যায়।

রাজেন্দ্র ॥ বিদেশী শত্রু—বিদেশী শত্রুকে দেবে বিষ? সে সুযোগ তারা বুঝি তোমাকে দেবে? না, এসব ছেলেমানুষি আর সইতে পারছি না। ওহে খাবার তো খাচ্ছি। কিন্তু চা দিতে দেরী করছো কেন?

কিশোর ॥ দিচ্ছি, দিচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ কাল রাত্রে আমরা একটা আশ্চর্য জিনিষ আবিষ্কার করেছি।

কেউ কেউ ॥ কি আবার আবিষ্কার করেছো?

ইন্দ্র ॥ বলছিলাম না, হানাদাররা ওদের গাড়ীটা ফেলেই চম্পট দিয়েছে। আবিষ্কারটা করেছি আমরা সেই গাড়ীটিতে আজ রাত পোহালে, ফর্সা হলে।

হলধর ॥ কি পেয়েছো হে?

ইন্দ্র ॥ বেশ কিছু গানি ব্যাগ, চটের বড়ো বড়ো থলি।

দীননাথ ॥ তাই নাকি? কি ছিলো হে তাতে?

শীতল ॥ বোমা বারুদ নাকি?

ইন্দ্র ॥ না—না, বস্তাগুলো ছিলো খালি।

মহেন্দ্র ॥ তবে হয়তো এই খালি বস্তাগুলো নিয়ে এ গাঁয়ে আসছিলো রসদ জোটাতে।

শিবনাথ ॥ তবে হয়তো ওদের রসদে টান পড়েছে।

ইন্দ্র ॥ এ অনুমান মিথ্যা নয়। খুব সম্ভব শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা সৈন্যদের রসদ যোগাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এইজন্য শত্রু এদেশ থেকে বে-আইনীভাবে রপ্তানী খাদ্যদ্রব্যের জন্য যে কোন মূল্য দিতে রাজী। আমরা বিশ্বাস করি কোন কোন অসাধু ব্যবসায়ী গোপনে সীমান্তের অপরদিকে খাদ্য রপ্তানী করছে।

রাজেন্দ্র ॥ এ ছেলেকে আর ঘরে ধরে রাখতে পারবে না বৌঠান। দিল্লীতে টেনে নিয়ে যাবে কোনদিন, সেনাপতি করে। দে বাবা এক পেয়ালা চা।

কিশোর ॥ এই যে। নিন।

ইন্দ্র ॥ বস্তাগুলোর মালিক কে তা আমরা জানতে পেরেছি।

রাজেন্দ্র ॥ কে ? [চায়ে চুমুক দিয়া] বাঃ বেশ গরম চা।

ইন্দ্র ॥ যার বস্তা, সে এখানেই বসে আছে। হাতে-নাতে ধরা যাবে।

কেউ কেউ ॥ কে ? কে সে ?

ইন্দ্র ॥ তারই চায়ে বিষ দেওয়া হয়েছে। সে বিষ খেয়েছে।

রাজেন্দ্র ॥ (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া) এঁ্যা ?

[থু থু করিতে লাগিল।]

তোমরা আমাকে বিষ খাইয়েছো, তোমরা আমাকে বিষ খাইয়েছো।

ইন্দ্র ॥ বিষটা তোমার মনে, চাতে নয়।

[চট করিয়া রাজেন্দ্রের চায়ের কাপটি লইয়া বাকি চা-টুকু সে খাইয়া ফেলিল।]

ইন্দ্র ॥ একটা বস্তা এনে দেখা। দেখুক সকলে।

কানাই ॥ [সে প্রস্তুত ছিলো। চট করিয়া একটি বস্তা সকলের সামনে তুলিয়া ধরিল] এই যে। এই দেখুন, বস্তায় লেখা রয়েছে, *R. N. D.* মানে, রাজেন্দ্রনাথ দাস।

সকলে ॥ ওকে মারো, ওকে মারো, মেরে ফেলো।

শীতল ॥ ঘরভেদী বিভীষণ, শাস্ত্রেই বলেছে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ'—

হলধর ॥ শালা পঞ্চমবাহিনী, আজ তোকে আমি [সে জুতা তুলিল]।

ইন্দ্র ॥ থামুন, থামুন, আপনারা সব থামুন। আমার কথা শুনুন।

[সকলে নিরস্ত হইল।]

ইন্দ্র ॥ [রাজেন্দ্রকে] আমরা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে সোজা চলে যেতে হবে গাঁয়ের বাইরে। যদি না যাও, যে শত্রুকে আমরা প্রথম মারবো, সে হচ্ছো তুমি।

রাজেন্দ্র ॥ বেশ আমি যাচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ কিন্তু খবরদার। এখান থেকে সোজা চলে যেতে হবে গাঁয়ের বাইরে। বাড়ীতে আর যাওয়া চলবে না।

রাজেন্দ্র ॥ বাড়ী না গেলে আমার কাপড়-চোপড়, খরচপত্র—

ইন্দ্র ॥ না। বাড়ী ঢোকা আর চলবে না। তুমি দেশদ্রোহী, এ দেশের মাটি, এ দেশের ধনসম্পত্তিতে তোমার কোন অধিকার নেই। তোমার যা সম্পত্তি—ধান, চাল, টাকাকড়ি, দু'দুটো বন্দুক, এসব দেশরক্ষার কাজে লাগবে এখন আমাদের, ভারতীয় সৈন্যরা এলে তখন তাদের।

রাজেন্দ্র ॥ এঁ্যা ?

ইন্দ্র ॥ হঁ্যা। এই তোমার প্রায়শ্চিত্ত।

কানাই ॥ না না, ও হচ্ছে সাপ, সুযোগ পেলেই আবার কামড়াবে।

শীতল ॥ কি করছ! শাস্ত্রে বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

মহেন্দ্র ॥ না না। ওর বিষদাঁত ভেঙে গেছে। ওকে মেরে ফেললে —ও তো বেঁচে যাবে। ও বরং বেঁচে থেকে ভোগ করুক গোটা দেশের, সমস্ত মানুষের ঘৃণা আর অভিশাপ।

দীননাথ ॥ হঁ্যা, পালাও, এখনি পালাও, নইলে আমি তোমার মুখে থুথু দেব।

রাজেন্দ্র ॥ না—না, আমি যাচ্ছি। [রাজেন্দ্র চলিয়া গেল।]

ইন্দ্র ॥ কানাই, তোমরা কেউ ওঁর পিছু নাও। আর এই পঞ্চায়েতকে আমরা অনুরোধ করছি ঐ দেশদ্রোহীর বাড়ী দখল করে ওখানেই এখন থেকে বসুক পঞ্চায়েতের অফিস—আমাদের আত্মরক্ষার ঘাঁটি।

সকলে ॥ নিশ্চয়। নিশ্চয়। বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

*** সংযোজন ***

[সংবাদপত্র হস্তে রামু চৌকিদারের প্রবেশ।]

রামু ॥ ঐ আওয়াজ ঐ আওয়াজ শুনে এলাম সহরেও। লালচীন নাকি আমাদের দেশের মাটিতে শুধু ঢুকে পড়েনি, ধেয়ে আসছে। এই দেখ খবরের কাগজে কি সব লিখেছে।

ইন্দ্র ॥ (সংবাদপত্রটি ব্যস্ততার সঙ্গে লইয়া পাঠ) "নয়া দিল্লী, ২২শে অক্টোবর, ১৯৬২। জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর বেতার ভাষণ। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে—শান্তিকামী ভারতের সীমান্ত সমস্যা মীমাংসার সর্বচেষ্টা অগ্রাহ্য করে, লাদাক্ ও নেফা সীমান্তে লালচীনের অতর্কিত অভিযানে গুরুতর পরিস্থিতি। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত কখনো এতবড় বিপদের সম্মুখীন হয়নি। আমাদের প্রত্যেককে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে বিশ্বাসঘাতক শত্রুর অগ্রগতি রোধ ক'রতে, মাতৃভূমি থেকে বিদেশী শত্রুর শেষ সৈন্যটিও বিতাড়ন করতে। আমি জানি, আমরা তা পারব।"

সকলে ॥ পারব। পারব। পারব।

ইন্দ্র ॥ জয় হিন্দ।

সকলে ॥ জয় হিন্দ।

ইন্দ্র ॥ বন্দেমাতরম্।

সকলে ॥ বন্দেমাতরম্।

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

[প্রভাত ফেরীর গান।]

ভারতের হবে জয়।

ভুলি নাই মোরা ফাঁসীর মঞ্চে গাহি জীবনের গান—

ভুলি নাই মোরা দধীচির মতো অস্থি করি যে দান।

মোদের ধমনী প্রবাহে বহিছে সে রাঙা রক্ত আজো॥

বিদেশী শত্রু হেনেছে আঘাত সাজো—সাজো—সাজো।

বাজোরে শঙ্খ বাজো॥

ভারত, ভারত, মোদের ভারত

ভারতের হবে জয়।

মুক্ত করিব ভারতভূমিরে শত্রু করিয়া ক্ষয়॥

মহাভারতের সন্তান মোরা এক জাতি এক প্রাণ।

ধ্বংস করিব মহাশত্রুরে মুক্ত করি কৃপাণ॥

গাহি উল্লাসে লয়ে তেরঙা নিশান।

সুমেরু শিখরে রাজো॥

[কবি নরেশ চক্রবর্তীর সৌজন্যে]

———

* তৃতীয় দৃশ্য *

দ্বিপ্রহর।

[অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ির অন্দরমহল। মধ্যস্থলে রাজেনের শয়নকক্ষ। এই শয়নকক্ষের দরজা এবং জানালা রুদ্ধ। রাজেন্দ্রের স্ত্রী ভুবনেশ্বরী এই রুদ্ধদ্বারকক্ষে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। রাজেনের ভাগিনেয় মাণিক রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া মামীমাকে ডাকিতেছে।]

মাণিক ॥ মামী, ও মামী, দরজা বন্ধ করে কী করছ ?

[কোন সাড়া না পাইয়া]

বা—রে, দরজা খুলছ না যে ? [সাড়া না পাইয়া] কী ব্যাপার বলতো ? চার মাইল পথ হেঁটে দাদুকে নিয়ে বাড়ি ফিরছি আর তুমি কিনা—

[শয়নকক্ষের জানালাটি খুলিয়া রাজেন্দ্রের স্ত্রী আত্মপ্রকাশ করিল।]

ভুবনেশ্বরী ॥ বাবা এসেছেন ? কোথায় তিনি ?

মাণিক ॥ গাঁয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই, গাঁয়ের লোকজন তাঁকে ছেঁকে ধরেছে।

ভুবনেশ্বরী ॥ তা' তুমি তাঁকে একলা ফেলে চলে এলে মাণিক ?

মাণিক ॥ ক্ষিদেয় পেট যে চোঁ-চোঁ করছে।

ভুবনেশ্বরী ॥ তোমার মামার কোন খোঁজ পেয়েছ ?

মাণিক ॥ রামু চৌকিদার বল্‌ল যে, মামা নাকি সদরে গেছেন মামলা করতে আর পুলিশ ডেকে আনতে।

ভুবনেশ্বরী ॥ তারা এলে তবে আমি দোর খুলব।

মাণিক ॥ বা—রে, খেতে দেবে না ?

ভুবনেশ্বরী ॥ যারা আমাদের খেয়েছে আগে তাদের খাব, তারপর তোদের খেতে দেব।

[জানালা বন্ধ করিয়া দেয়।]

মাণিক ॥ কী বিপদ! এখন আমি করি কী? পেটে ছুঁচো ডন মারছে।

[কতকগুলি প্যাণ্টের কাপড় লইয়া ময়নার প্রবেশ।]

মাণিক ॥ এই যে, এসে গেলে? ওগো সেই তো এলে তবে কেন মল খসালে?

ময়না ॥ মানে?

মাণিক ॥ আমাদের বাড়ী আসবে না বলেছিলে, কিন্তু আসতে তো হোল ময়নামণি।

ময়না ॥ এটা আর তোমাদের বাড়ি নয়। এটা এখন গ্রাম প্রতিরক্ষার আপিস।

মাণিক ॥ ও সে বুঝি জান না। শহরে আজকাল বিয়ে-টিয়ে আপিসেই হয়। বিয়ের আপিস।

ময়না ॥ মাণিকদা, তোমার আক্কেল হবে কবে বলতো? তোমাকে এখানে দেখতে পেলে ভলন্টিয়াররা সব ঠ্যাঙাবে জান না বুঝি?

মাণিক ॥ কে কাকে ঠেঙায় দেখবে এখন। আমার দাদু আসছেন। সদরে মোক্তারি করতেন একদিন। কতলোককে জেলে পুরেছেন।

ময়না ॥ তাই নাকি?

মাণিক ॥ হ্যাঁ, আমি গিয়ে নিয়ে এলাম যে।

ময়না ॥ তা' কোথায় তিনি?

মাণিক ॥ আছেন, আছেন। দেখবে এখনি। এলেন ব'লে। কত লোককে জেলে পুরেছেন। এলেই তাঁকে আমি কি বলব জান ময়নামণি?

ময়না ॥ কি মাণিকদা?

মাণিক ।। তোমাকে জেলে পুরতে সবার আগে ।

[নিজের বুক দেখাইয়া]

এই জেলে ।

[ময়না হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ।]

মাণিক ।। হাসছো ?

ময়না ।। হাসবো না ! একটা থুরথুরে বুড়ো মানুষ এসে করবে কি -- যেখানে বীরপুরুষ তোমার মামাই গেলেন পালিয়ে !

মাণিক ।। মামা পালাবেন ? সেই লোকই কিনা তিনি ? তোমাদের কচুকাটা করে ছাড়বেন ।

ময়না ।। (কোমরে কাপড় বাঁধিয়া) বটে !

মাণিক ।। আমি না, আমি না । মামা ।

ময়না ।। (মৃদু হাসিয়া) তাই বল ।

মাণিক ।। তবে শোন ময়নামণি, চুপি চুপি বলছি, পালিয়েছেন মামা ।

ময়না ।। কোথায় জান ? জাননা তো । কি করে জানবে ! তোমাকে তো ব'লে ক'য়ে পালাবেন না । তোমাকে যে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না কেউ ।

মাণিক ।। আমায় চটিয়ো না ময়নামণি । তবে আমি সব ফাঁস করে দেব কিন্তু ।

ময়না ।। জানলে তো ফাঁস করবে ।

মাণিক ।। জানি না মানে ? রামু চৌকিদার দেখেছে মামা গেছে সদরে । তোমাদের নামে মামলা করতে । এসে কেমন ঠেঙানি দেবে তোমাদের—দেখো ।

[ইন্দ্র ও তাহার পশ্চাতে দীননাথের স্ত্রী সারদার প্রবেশ ।]

ইন্দ্র ।। (সারদাকে) আসুন, মাসীমা, আসুন ।

ময়না ।। (মাণিককে) কিন্তু তার আগে ওই দেখ, তোমার ঠ্যাঙ ভেঙ্গে না দেয় । পালাও, পালাও ।

মাণিক ॥ ওরে বাবা, পালাচ্ছি। কিন্তু তুমি পালিও না যেন।

[পলায়ন।]

ইন্দ্র ॥ মান্‌কেটা ওরকম করে পালাল কেনরে ময়না?

ময়না ॥ ওর কথা ছেড়ে দাও। এখন ওর মামার কথাটা শোন।

ইন্দ্র ॥ কী?

ময়না ॥ তিনি নাকি গেছেন সদরে মামলা করতে।

ইন্দ্র ॥ করুন মামলা, হোক বিচার। আমরাও চাই দেশদ্রোহীর বিচার হোক। মাসীমা, তাহ'লে আমি চলি। এই ময়না, শোন—আজ এই দুপুরেই এই গাঁয়ের আশে পাশের লোক নিয়ে আমাদের এক জনসমাবেশ হবে। কিছু লোককে খেতে দিতে হবে। আর তার ব্যবস্থার ভার দিয়েছি—এই মাসীমার 'পর।

ময়না ॥ কত লোক খাবে দাদা?

ইন্দ্র ॥ অন্তত: জনপঞ্চাশ লোকের ডাল-ভাতের আয়োজন রাখতে হবে। আর চিড়েমুড়ির ব্যবস্থাও থাকবে।

সারদা ॥ তাতো বুঝলাম, কিন্তু এই শত্রুপুরীতে কোথায় এসব করব বাবা?

ইন্দ্র ॥ শত্রুপুরী কাকে বলছ মাসীমা? একথা তোমাদের কতবার বলব—যে রাজেন দত্তের এই ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তি সব এখন আমাদের।

[কানাইয়ের প্রবেশ।]

কানাই ॥ ইন্দ্রদা, রাজেন-কর্তার শ্বশুরমশাই এসে গেছেন। একটা গোলমাল তিনি করবেন মনে হয়।

ইন্দ্র ॥ বেশ তো, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়। কোথায় তিনি?

কানাই ॥ গেছেন তোমার বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

ইন্দ্র ॥ বোঝাপড়া সব শেষ। চল, সভায় চল।

সারদা ॥ দাঁড়াও বাবা। এ বাড়ীর লোকজন ত' কাউকে দেখছি না। রাজেনবাবুর বউ—ভুবনেশ্বরী, সে কোথায়?

ইন্দ্র ॥ ভুবনেশ্বরী যে ভুবনেই থাকুন না কেন এ বাড়ির ভাণ্ডারের ভার এখন তোমার। বলে-ক'য়ে দেখ, ভাণ্ডার না খোলে তো ভাণ্ডারের দরজা ভাঙ্‌তে হবে। ময়না, ও প্যাণ্টগুলো সেলাই করবি পরে। ছুটে যা' দেখি, আগে ক'জন ভলাণ্টিয়ার ডেকে আন। দরকার হ'লে ভাণ্ডার ভাঙ্গবে।

কানাই ॥ লোকজন দরকার নেই ইন্দ্রদা। আমি থাকছি। একা আমিই পারব।

ইন্দ্র ॥ [কানাইকে] তুই থাকছিস?

কানাই ॥ হ্যাঁ।

ইন্দ্র ॥ বেশ তবে তুই থাক। ময়না, তবে তুই চল আমার সঙ্গে।

কানাই ॥ এ্যাঁ! না, না, তবে বরং ময়নাই থাক, আমিই যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। [সারদাকে] তা' দরকার হ'লে তুমি আমাকেই ডেক মা। আমার মতো ভাণ্ডারী পাবে না তুমি।

সারদা ॥ হ্যাঁ, চুরি করে খেতে অতবড় ওস্তাদ আর নেই।

কানাই ॥ কেন, কতদিন বাটনাও তো তোমাকে আমি বেটে দিয়েছি মা।

সারদা ॥ তা থেকে তোমাকে আমি রেহাই দিচ্ছি যখন আমার ময়না মাকে ঘরে পাচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ কেমন হ'লো তো?

কানাই ॥ মা যে কি! কিচ্ছু বোঝে না।

[ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কানাই আড়চোখে ময়নাকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ময়না উহাকে জিভ ভেঙাইল। ইন্দ্র কানাই বাহির হইয়া গেল।]

সারদা ॥ কবে যে তুমি আমার ঘরে আসবে মা, কেবল সেই কথা

ভাবি। শুভকাজে এত বাধা হয় জানতাম না। যাক সেকথা। এখন এই পঞ্চাশজন লোকের রান্নাবান্না—

ময়না॥ সে আপনি ভাববেন না মাসীমা। আমি আছি কেন। কিন্তু আসল কথা হ'চ্ছে—এ বাড়ির গিন্নীর ঘুম ভাঙানো। তিনি যে ঘরে খিল এঁটে কী মতলবে জেগে জেগে ঘুমুচ্ছেন বুঝি না। চলুন তো ডাকি।

[উভয়ে দরজার কাছে আসিল।]

ডাকুন মাসীমা, আপনি ডাকুন।

সারদা॥ বৌঠান, ও বৌঠান। বেলা যে গড়িয়ে পড়ল। এখনও ঘুম ভাঙেনি নাকি?

[ময়না ঘনঘন কড়া নাড়িতে লাগিল, সজোরে। জানালা খুলিয়া ভুবনেশ্বরী আত্মপ্রকাশ করিল]

ভুবনেশ্বরী॥ কাটাঘায়ে সব নুনের ছিটে দিতে এসেছ না? কিন্তু এটাও জেনে রেখ তোমরা, আইন-আদালত এখনও উঠে যায়নি। চন্দ্র-সূর্য এখনও উঠছে।

সারদা॥ তুমি অমন মেজাজ দেখাচ্ছ কেন বৌঠান? যা হবার তা' হ'য়ে গেছে। দেশের এখন এতবড় বিপদ, শিয়রে শমন। গাঁয়ের লোক একজোট হ'য়ে বিদেশী দুযমনদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এস ভাই, তুমিও এসে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও।

ভুবনেশ্বরী॥ হাত মেলাও! আমার বাড়িতে শত্রুর দল ঢুকে পড়েছো তোমাদের না তাড়িয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে হাত মেলাব? কার যে কী মতলব সেসব আমার জানা আছে।

ময়না॥ আমাদেরও জানা আছে। আপনি চলে আসুন মাসীমা। চলুন ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে পড়ি; অতগুলো লোকের রান্নাবান্না।

সারদা॥ রান্না তো নয় যজ্ঞি।

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ যজ্ঞিই হবে। একেবারে দক্ষযজ্ঞি।

সারদা ॥ কোথা থেকে যে এখনও তোমার এত তেজ আসে, বুঝি না ভাই। স্বামী যার অমন, সে মুখ দেখায় কী করে তাও জানি না, ঝগড়া করে কী করে সেও বুঝি না।

ময়না ॥ কেন মাসীমা জানেন না—চোরের মায়ের বড় গলা।

ভুবনেশ্বরী ॥ কী, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা।

[মাণিকের প্রবেশ।]

ভুবনেশ্বরী ॥ এই যে মান্‌কে, শুনছিস ?

মাণিক ॥ [ভুবনেশ্বরীকে] উপোষ করেও গলায় অত জোর পাও কি করে মামী ? ক্ষিধেয় আমার মুখে তো আর কথা সরছে না।

ভুবনেশ্বরী ॥ মামা ভাগ্নে মিলে যতক্ষণ না এইসব ভূতপেত্নী তাড়াচ্ছ ততক্ষণ আমি বেরুচ্ছি না। আর কাউকে খেতেও দিচ্ছি না আমি।

ময়না ॥ বুঝলে মাণিকদা, জেঠাইমা ভাবছেন, উনি খেতে না দিলেই বুঝি তুমি না খেয়ে থাকবে। দাওনা ভাঁড়ারটা তুমি খুলে— এক্ষুণি তোমাকে পোলাও মাংস রেঁধে খাইয়ে দিচ্ছি।

মাণিক ॥ সেটা আমাকে বলতে হয় ময়নামণি। এতক্ষণ বলনি কেন ? এস।

ময়না ॥ [সারদাকে] আসুন মা, আসুন।

মাণিক ॥ মা বলছ কেন ? মাসীমা বল।

ময়না ॥ ওঃ হ্যাঁ, আসুন মাসীমা, আসুন।

মাণিক ॥ কেউ ভুল করলে আমার বুকে সয় না।

[উহারা দুইজনে চলিয়া যায়। মাণিক ছিল পিছনে, ভুবনেশ্বরী তাহাকে ডাকিলেন।]

ভুবনেশ্বরী ॥ মাণিক।

মাণিক ॥ এই দেখ যাচ্ছি একটা শুভকাজে, পিছু ডাকলে তো ?

ভুবনেশ্বরী ॥ ওরা খেতে দিলে খেওনা তুমি। ওরা তোমাকে বিষ দেবে, বিষ দেবে বলে রাখছি।

মাণিক ॥ তুমি না খেতে দিয়ে মারছ, ওরা না হয় খেতে দিয়ে মারবে।

ভুবনেশ্বরী ॥ হায় ভগবান! কী কুষ্মাণ্ডকে আমি মানুষ করছি!

[সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।]

[ময়নার প্রবেশ।]

ময়না ॥ কি মাণিকদা? তুমি আসছ না যে?

মাণিক ॥ মামী বলছিল, তুমি নাকি আমাকে বিষ খাইয়ে মারবে ময়নামণি?

ময়না ॥ মাণিকদা, তুমি আমাকে এতটা অবিশ্বাস কর?

মাণিক ॥ এই দেখ, তোমাকে অবিশ্বাস করব আমি? প্রাণের কোন কথাটা তোমাকে আমি বলিনি ময়নামণি?

ময়না ॥ তা যদি বল মাণিকদা, প্রাণের কথা তুমি এখনও আমাকে কিছু বলনি। শুধু বিয়ের কথাটাই বারবার বলেছ। তা' বিয়ের কথা তো কত লোকেই বলে। আচ্ছা মাণিকদা, তুমি যে আমাকে বিয়ে করতে চাইছ—কি করে বিয়ে হবে বলতো? তোমাদের বাড়ি-ঘর তো সব ভলাণ্টিয়াররা দখল করে নিয়েছে। গ্রাম থেকে তোমার মামাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বৌ নিয়ে ঘর করবে কোথায়? সংসার পাতবে কোথায়? আর নিজেই বা খাবে কী, বৌকেই বা খাওয়াবে কী? তোমাদের টাকাকড়ি ত' সব এখন ওদের হাতে।

মাণিক ॥ ওরে বাবা, আমার পেটের সব কথা বের করে নিতে চাইছ তুমি। আমাকে যত বোকা ভেবেছ, আমি তত বোকা নই ময়নামণি। টাকাকড়ির কথা বলছ, আমাদের কোথায় কোন টাকা আছে কারোর সাধ্যি আছে জানার? হেঃ হেঃ, ভেবেছ টাকা শুধু সিন্দুকেই থাকে, ঘরের দেওয়ালের

চোরাবাক্সেও যে টাকা থাকতে পারে এ বুদ্ধি তোমাদের আছে ?

ময়না ॥ কি আশ্চর্য, আমরা ত' কেউ ভাবতেই পারিনি এটা!

মাণিক ॥ হেঃ হেঃ, গাঁয়ের লোক ভাবছে আমাদের তাড়িয়ে দিলেই বুঝি আমাদের পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু এ বুদ্ধি কি তাদের আছে যে রাতারাতি আমরা টাকাকড়ি নিয়ে হাওয়া হ'তে পারি বিদেশে, বলো, ভাবতে পারে ওরা কেউ ? হেঃ হেঃ, এসব কথা মাথায় ঢুকবে তোমার ওই কানাইদার ?

ময়না ॥ মাথাই নেই, তার মাথায় ঢুকবে, কি যে তুমি বল মাণিকদা। কিন্তু তোমার মুখের দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না। না জানি তোমার কি রাক্ষুসে ক্ষিধেই পেয়েছে মাণিকদা, নইলে মুখ কখনও অত শুকনো হয় ?

মাণিক ॥ এই ছাখ, তোমার সঙ্গে কথা কইলেই ক্ষিধে-তেষ্টা আমি একেবারেই ভুলে যাই। মনে করিয়ে দিতেই জ্বলে উঠল একেবারে রাক্ষুসে ক্ষিধে। এখন আমি কী খাই ? কাকে পাই ?

ময়না ॥ ওরে বাবা, তাইতো। ভাঁড়ারটা খুলে দাওনা, এক্ষুণি খেতে দিচ্ছি।

মাণিক ॥ ভাঁড়ারের চাবি রয়েছে মামীর কাছে কিন্তু আমি তালা ভেঙ্গে ভাঁড়ার খুলে দিচ্ছি। হেঃ হেঃ, তুমি অন্নপূর্ণা হ'য়ে বসবে এস।

[সারদার প্রবেশ।]

সারদা ॥ যোগাড়-যন্ত্র কিছু নেই। পঞ্চাশজন মানুষের রান্না। এ কী করে সম্ভব বলতো ময়না ?

ময়না ॥ হ'ছে হ'চ্ছে। এই যে মাণিকদা ভাঁড়ার ঘর খুলে দিতে যাচ্ছে মা।

মাণিক ॥ আবার মা!—আমি যাচ্ছি না—।

[চটিয়া অন্যত্র প্রস্থান।]

সারদা ॥ [শঙ্কিত হইয়া] ছাখ ময়না, মানুষের মতিগতি আমি ভাল বুঝছি না। কখন কি করে বসে কে জানে। তুই একটু সাবধানে থাকিস মা। ইন্দ্রনাথ তো বলে গেছে—দরকার হ'লে ভলান্টিয়ার ডেকে আনতে। এখন ভাঁড়ার খোলাতে তো তাদেরই ডাকতে হ'চ্ছে মা। এই ফাঁকে তুই আমার কাছে একটু বোস দেখি মা।

ময়না ॥ কেন মাসীমা ?

সারদা ॥ এই তো বেশ মা বলে ডাকছিলি, আবার মাসীমা কেন রে ?

ময়না ॥ ডেকেছি নাকি—দেখুন তো কী ভুল করে ফেলেছি আমি।

সারদা ॥ কিন্তু ওই ভুলটা আমার এত মিষ্টি লেগেছে মা—না,না কিছু ভুল হয়নি।

[ইতিমধ্যে আঁচল হইতে একটি মিষ্টির পুঁটলি বাহির করিয়া।]

মুখখানা তোর শুকিয়ে গেছে—এই মিষ্টিটুকু খেয়ে নে।

ময়না ॥ ওমা, সে কি ?

সারদা ॥ হ্যাঁ। এই ফাঁকে খেয়ে নে।

ময়না ॥ তুমি এই মিষ্টি কার জন্যে এনেছিলে মা ? এই যাঃ তুমি বলে ফেললাম।

সারদা ॥ (হাসিয়া) না, না, এটাও কিছু ভুল হয়নি। ওরে, আমার প্রাণ এই তো চাইছে।

ময়না ॥ এই মিষ্টি কার জন্যে এনেছিলেন মা ?

সারদা ॥ আবার ভুল করলি ? বল—কার জন্যে এনেছিলে মা।

ময়না ॥ মা যে কী ? না, আমি মিষ্টি খাব না। আমার জন্যে তো আননি, তবে কেন খাব ?

সারদা ॥ এনেছিলাম—কানাইয়ের জন্যে। সেই শেষ রাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে। এত বেলা হ'য়ে গেল, পেটে হয়ত এখনও কিছু পড়েনি।

ময়না ॥ বটেই তো। দেখেছি যে। তোমার ওই আদুরে ছেলেকে জোর করে কিছু গিলিয়ে না দিলে নিজে কখনো খায় নাকি? তা' রেখে দাও। আমি ওকে ধরে এনে দেব। দিয়ো গিলিয়ে।

সারদা ॥ কিন্তু তুই এখন কিছু না খেলে ওকেও আমি দেবনা এ খেতে।

ময়না ॥ তবে ত' খেতেই হ'চ্ছে। নইলে তোমার ছেলেকে ত' আর উপোসী রাখতে পারি না। দাও।

[সারদা তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। এমন সময়ে জয়মতীর প্রবেশ।]

সারদা ॥ যাক্, এই যে দিদি এসে গেছেন।

[ময়না লজ্জা পাইয়া দূরে সরিয়া গিয়া মুখ মুছিয়া লইল।]

জয়মতী ॥ এসে গেছি মানে—ছুটে এসেছি। পঞ্চাশটি ছেলে নাকি আজ এ গাঁয়ের অতিথি। তাদের খাবার জোগাড় নাকি করে গেছে এই বাড়িতে? শুনেই আমি ছুটে আসছি। রান্না চাপিয়েছ কি?

সারদা ॥ ভাঁড়ারই খোলা হয়নি এখনও। ভাঁড়ারে তালাচাবি দিয়ে গিন্নী তার ঘরের দোর জানালা বন্ধ ক'রে মটকা মেরে পড়ে আছেন। নরম গরম বলেও বের করতে পারিনি তাকে। ভাঁড়ার খোলা হবে, চাল ডাল পাব, তবে ত' রান্না হবে।

জয়মতী ॥ রান্না হয়নি?

ময়না ॥ ভাঁড়ারই যে খোলা হয়নি। ভলাণ্টিয়ার ডেকে এনে দোর ভেঙ্গে ভাঁড়ারে ঢুকব আমি।

জয়মতী ॥ না, না, থাক। দরকার নেই।

ময়না ॥ কেন মা, দাদা তো বলে গেছে, পঞ্চায়েত বিধান দিয়েছে—এ বাড়ীর সব কিছু এখন আমাদের—প্রতিরক্ষা কমিটির।

জয়মতী ॥ হোক মা, তা হোক। কিন্তু এ বাড়ির অন্ন নয়, এ বাড়ীর অন্নে বেইমানী মেশানো আছে। সে অন্ন কখনও তুলে

দেব না। আমরা আমাদের সন্তানদের মুখে। দেশরক্ষার পবিত্র ব্রত নিয়েছে তারা। তাদের অপবিত্র করো না। এসো তোমরা আমার সঙ্গে। আমার ঘরে ক্ষুদ কুঁড়ো যা আছে তাই দাও ফুটিয়ে। বেলা যে গড়িয়ে গেল। ছেলেদের না জানি কত ক্ষিদে পেয়েছে।

ময়না॥ ক্ষিদে পেয়েছে! ক্ষিদে বুঝি কেবল ছেলেদেরই পেয়েছে, আমাদের পায়নি মা?

জয়মতী॥ ওরে, ওরা সব লড়াই করবে। রোদে পুড়ে শীতে কেঁপে রাত জেগে দেশের মান রাখতে ওরা জীবন পণ করেছে। ওরা বাঁচলে তবে দেশ বাঁচবে। আজ ওদের সেবাই সবার আগে। চল বোন, আয় মা, আর কথা নয়।

[তাহারা তিনজনে বাহির হইয়া গেল। বিভিন্ন দিক হইতে মাণিক ও নলিনীর প্রবেশ।]

মাণিক॥ বারে বারে ঘুঘু তুই খেয়ে যাস ধান, এইবার ঘুঘু তোর বধিব পরাণ।

নলিনী॥ এইরে, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।

মাণিক॥ আমি কি বাঘ যে পালিয়ে বেড়াস্? আজ আমি ছুঁচো রে ছুঁচো। কোথায় একটু খাবার পাই তার জন্য নর্দমাগুলোও ঘাঁটছি।

নলিনী॥ তবে শোন মাণিকদা সেটা আমি দেখেছি। [চুপি চুপি] তোমার জন্য লুকিয়ে তাই কিছু খাবার এনেছি।

মাণিক॥ এঁ্যা! এনেছিস—আমার জন্য তুই খাবার এনেছিস।

নলিনী॥ চুপ, চুপ। কেউ জান্‌লে আর দেওয়া হবে না। এই নাও, চটপট খেয়ে নাও।

[কিছু খাবার বাহির করিয়া দিল।]

মাণিক॥ [খাইতে খাইতে] বাঁচালি রে নলিনী, আমাকে তুই

বাঁচালি। দুনিয়ায় কত লোকই তো রয়েছে, কেউ কি আমার কথা ভাবছে? আছেন এক মামী, তা তিনিও গোঁসাঘরে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। তা খাচ্ছেন খান—কিন্তু আরও তো কত সব মেয়ে রয়েছে এই গাঁয়ে—কেউ কি আমার কথা ভাবছে—এতো করেও কারও মন পেলাম নারে নলিনী।

নলিনী॥ ময়নার কথা বলছ?

মাণিক॥ তোর তো খুব বুদ্ধি, ধরে ফেললি দেখছি। কতবার এলো—কতবার গেল—কিন্তু মেয়েটার মনের কথাটা আজও ধরতে পারলাম নারে। আচ্ছা নলিনী তোকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোরা মেয়েরা কি চাস।

নলিনী॥ মানে ঐ ময়না কি চায়, এই তো? তা ময়না কেন, সব মেয়েই যা চায় বলছি—

মাণিক॥ বল, বল।

নলিনী॥ চায় তুমি এমন হাবাগঙ্গারাম না হয়ে থেকে এমন একটা কাজ কর যাতে সকলের তাক লেগে যায়।

মাণিক॥ কি—সে ভাল কাজটা কি?

নলিনী॥ যে কোন ভাল কাজ—যে কাজ করলে লোকে তোমাকে বাহবা দেবে—যেমন কানাইদাকে দিচ্ছে—ইন্দিরদাকে দিচ্ছে। তাই না সব মেয়েদের নজর রয়েছে ওদের উপর।

মাণিক॥ তোর নজরও রয়েছে নাকি?

নলিনী॥ আমার নজরের কোন মানে হয় না মাণিকদা—বাপ-মা নেই। পরের বাড়ি কুকুর বেড়ালের মত মানুষ হচ্ছি—আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না মাণিকদা।

মাণিক॥ কিন্তু আমি তো তাকাই।

নলিনী ॥ ভারী তাকাও। আর কেউ তাকায় না কিনা, তাই। ওরে বাবা, কে যেন আসছে। পালাই—

[প্রস্থান।]

মাণিক ॥ পালাবি যদি আমার সঙ্গে পালা।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।]

[ভুবনেশ্বরীর পিতা সর্বানন্দের প্রবেশ।]

সর্বানন্দ ॥ বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে। মাণিক, মাণিক ভায়া কোথায় গেলে হে।

[ক্রমশঃ ভুবনেশ্বরীর দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

এরা সব গেল কোথায়? ভুবন, ভুবনেশ্বরী!

[ভুবনেশ্বরী জানালা খুলিয়া তাহার পিতাকে দেখিয়া দোর খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।]

ভুবনেশ্বরী ॥ বাবা! [প্রণাম করিল]

সর্বানন্দ ॥ [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া] আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি মা। মাণিককে নিয়ে একবস্ত্রে বেরিয়ে এস আমার সঙ্গে।

ভুবনেশ্বরী ॥ সেকি বাবা?

সর্বানন্দ ॥ হ্যাঁ, দেশের শত্রুর এই বাড়ী, এ বাড়ীতে তোমার থাকাও পাপ।

ভুবনেশ্বরী ॥ এ আপনি কি বলছেন বাবা?

সর্বানন্দ ॥ আমি উপযুক্ত প্রমাণ পেয়েই বলছি। বিদেশী শত্রু আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। আর সেই শত্রুকে সোনার দরে রসদ বেচে সেই সোনা ঘরে তুলেছে তোমার স্বামী। কিন্তু সেটা সোনা নয়। সেটা বিষ্ঠা।

ভুবনেশ্বরী ॥ [বিস্ময়ের সহিত] তাই—কি?

সর্বানন্দ ॥ হ্যাঁ মা, আমি তোমার বাবা। পাপের প্রমাণ না পেলে বাপ হয়ে মেয়েকে আমি স্বামীর ঘর ছাড়তে বলতাম না মা।

ভুবনেশ্বরী ॥ তুমি যখন বলছ, আমি বিশ্বাস না করে পারছি না। বাবা—

[থামিল।]

সর্বানন্দ ॥ হ্যাঁ মা, এতে আমিও বড় আঘাত পেয়েছি। দেশ আজ যে স্বাধীনতা ভোগ করছে—সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে এক সৈনিক ছিলাম আমিও। তাই এ বাড়ীতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মানুকেকে নিয়ে তুমি মা একবস্ত্রে বেরিয়ে এস। এ মাটি আজ অশুচি।

ভুবনেশ্বরী ॥ কিন্তু বাবা, স্বামীর ঘর আমিই বা কী করে ছাড়ি? যখন নারায়ণ সাক্ষী রেখে তাঁরই হাতে তুমি আমাকে তুলে দিয়েছ গোত্রান্তর করে? না বাবা, তোমার ঘর আর আমার ঘর নয়। স্বামীর ঘরই আমার ঘর।

সর্বানন্দ ॥ ও। আমি তোমাকে চিনি ভুবনেশ্বরী। তাই তোমাকে দু'বার আর বলব না। তুমি থাক। পাপের ঘর জেনেও স্বামীর ঘর করতে চাও কর।

ভুবনেশ্বরী ॥ বাবা!

সর্বানন্দ ॥ মা!

[হঠাৎ আবেগে বাপের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া]

ভুবনেশ্বরী ॥ প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই তো আমার থাকা দরকার বাবা।

[সর্বানন্দ তাহার মাথায় পরমস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন।]

---

* চতুর্থ দৃশ্য *

গ্রাম্যপথ।

[চারণগণের গান]

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পানে চাহো ॥
দূর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্রতেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥

[রবীন্দ্রনাথ]

———

* পঞ্চম দৃশ্য *

গভীর রাত্রি।

[রাজেন্দ্রের শয়নকক্ষ। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, শেয়াল কুকুরের ডাক, চৌকিদারের হুঁসিয়ারী। ভুবনেশ্বরী বাতায়ন পথে তাকাইয়া আছে। অকস্মাৎ দরজায় করাঘাত হইল। ভুবনেশ্বরী চমকাইয়া উঠিল। সে উদ্যান সংলগ্ন পশ্চাৎ দরজার সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—]

ভুবনেশ্বরী ॥ কে ?

রাজেন্দ্র ॥ [বাহির হইতে চাপা স্বরে] আমি। শীগগীর দরজা খোলো।

[ভুবনেশ্বরী দরজা খুলিল। বিপর্যস্ত রাজেন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া সঙ্গে সঙ্গে দোর বন্ধ করিল।]

আমাকে কিছু খেতে দিতে পারো ?

ভুবনেশ্বরী ॥ খেতে ? কি দেবো।

রাজেন্দ্র ॥ বুঝলাম, তুমিও তবে খাওনি। জল আছে ? এক গ্লাস জল ?

[ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি কুঁজো হইতে এক গ্লাস জল দিল। রাজেন্দ্র উহা এক নিঃশ্বাসে পান করিল।]

মানুকে কোথায় ?

ভুবনেশ্বরী ॥ তার ঘরে ঘুমুচ্ছে।

রাজেন্দ্র ॥ কিছু খেয়েছে ? তার পেটে কিছু পড়েছে ?

ভুবনেশ্বরী ॥ সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিছু খেতে পেয়েছে কিনা জানিনা।

রাজেন্দ্র ॥ রান্নাবান্না আজ ?

ভুবনেশ্বরী ॥ হয়নি।

রাজেন্দ্র ॥ ঠাকুর-চাকর ?

ভুবনেশ্বরী ॥ সব কাজ ছেড়ে চলে গেছে।

রাজেন্দ্র ॥ কেউ কোন অত্যাচার করেছে তোমাদের ওপর ?

ভুবনেশ্বরী ॥ না।

রাজেন্দ্র ॥ আমার ওপর যা অত্যাচার হয়েছে, শুনেছো তুমি ?

ভুবনেশ্বরী ॥ শুনেছি। বিদেশী শত্রুর দালালী করতে গিয়ে তুমি ধরা পড়েছো।

রাজেন্দ্র ॥ আমি ব্যবসায়ী লোক, আমি ব্যবসা করেছি। ব্যবসায় লাভ-লোকসান দুই-ই আছে। হ্যাঁ—আজ আমার চরম লোকসান হয়েছে। কিন্তু আবার লাভ হবে। তুমি ভেবোনা ভুবন।

ভুবনেশ্বরী ॥ কিন্তু তাই বলে দেশের ক্ষতি করে ব্যবসা ?

রাজেন্দ্র ॥ ব্যবসায়ীর কোন দেশ নেই। সব দেশই তার দেশ, আবার কোন দেশই তার দেশ নয়। কিন্তু আর আমাদের সময় নেই,—মানুকেকে ডাকো। চোরা দেওয়াল বাক্সের চাবিটা আমাকে দাও। শেষ সম্বল যা আছে, সব নিয়ে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি—এই অন্ধকারে।

ভুবনেশ্বরী ॥ সেকি ?

রাজেন্দ্র ॥ না, না, কোন ভয় নেই। দু'জন বন্দুকধারী বিদেশী সৈন্য পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। যাও তুমি, মানুকেকে ডেকে আনো। চাবিটা কৈ ? চাবিটা দাও।

ভুবনেশ্বরী ॥ আমি যাবো না।

রাজেন্দ্র ॥ যাবে না। সেকি ?

ভুবনেশ্বরী ॥ ধর্মসাক্ষী করে আমার বাবা, আমাকে যাঁর হাতে দিয়েছেন, তাঁর ঘরই আমার এই ঘর। তাঁর ভিটে ছেড়ে আমি যাবো না।

রাজেন্দ্র ॥ হ্যাঁ, সে লোক আমি। আমি যাব, আর তুমি যাবে না ?

ভুবনেশ্বরী ॥ দেশের মাটিতে লাথি মেরে যে স্বামী বিদেশী হয়, সে বিদেশী আমার স্বামী নয়। আমার স্বামী এই দেশেরই মানুষ, বিদেশের পরপুরুষ নয়।

রাজেন্দ্র ॥ তুমি যাবে না?

ভুবনেশ্বরী ॥ না।

রাজেন্দ্র ॥ বেশ। চাবি দাও।

ভুবনেশ্বরী ॥ তাও পাবে না।

রাজেন্দ্র ॥ পাবো না! [রুখিয়া গেল।]

ভুবনেশ্বরী ॥ খবরদার। তুমি আর এক পা এগোলেই আমি চেঁচাবো। পাশের সব ঘরেই রয়েছে, এই গাঁয়ের সব ভলেন্টিয়ার।

রাজেন্দ্র ॥ ও! দেশের পরপুরুষে তবে দোষ নেই!

ভুবনেশ্বরী ॥ [দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া] কী?

রাজেন্দ্র ॥ তুমি ভয় পেয়েছো ভুবন। অনর্থক ভয় পাচ্ছো। জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষ টাকা। টাকা যদি থাকে, মান, সম্মান, সবকিছু গড়ে নেওয়া যায়, এখানে না-হয়, অন্য কোনখানে।

ভুবনেশ্বরী ॥ হায়, তা যায়। বিভীষণ লঙ্কা ছেড়ে রামের শিবিরে এসে পেয়েছিলো রাজমুকুট, কিন্তু শ্রদ্ধা পায়নি কারো—ভালোবাসা পায়নি কারো—ঘৃণাই পেয়েছে চিরদিন—চিরকাল, যুগে যুগে, আজও।

রাজেন্দ্র ॥ হুঁ। কিন্তু যে দেশপ্রেমে তুমি আমাকে দিচ্ছো তাড়িয়ে, সেই দেশপ্রেমই হবে তোমার কাল। থাকো তুমি। চলি আমি। যতকাল এ ভিটেতে তুমি থাকবে, যত দেশপ্রেমই তোমার থাক, লোকে কিন্তু বলবে এই বিভীষণেরই স্ত্রী। যতদিন বাঁচবে, থুথু দেবে তোমার মুখে সবাই—সবাই।

ভুবনেশ্বরী ॥ দিক্। কিন্তু, আমার মনে এইটুকু শান্তি থাকবে, বিভীষণকে নিয়ে ঘর করিনি আমি। হ্যাঁ, সেই হবে আমার

একমাত্র শান্তি। আমার এ শান্তিটুকু কেউ কেড়ে নিতে পারবে না,—কেউ না। কিন্তু আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তুমি যদি এখনি আমার চোখের সামনে থেকে দূর না হও—আমি চেঁচিয়ে উঠবো।

রাজেন্দ্র ॥ যাচ্ছি। কিন্তু একথা ভেবোনা যে আমি আর আসবো না। আর, যেদিন আসবো, বোঝাপড়া করবো সেইদিন, এই গাঁয়ের লোকের সঙ্গে, আর তোমারও সঙ্গে।

ভুবনেশ্বরী ॥ [চীৎকার করিয়া] বটে। কে কোথায় আছো শীগগীর এখানে এসো—কে কোথায় আছো শীগগীর এখানে এসো—কে কোথায় আছো শীগগীর এখানে এসো—

[চিৎকার করিয়া কক্ষের সদর দরজা খুলিয়া দিল। রাজেন্দ্র ঝড়ের বেগে পশ্চাৎ দরজা দিয়া পলায়ন করিল। কয়েকজন গ্রামরক্ষী সদর দরজা দিয়া ছুটিয়া আসিল।]

গ্রামরক্ষীগণ ॥ কি হয়েছে ? ব্যাপার কি ?

ভুবনেশ্বরী ॥ [চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল রাজেন্দ্র নাই]···স্বপ্ন ! না দুঃস্বপ্ন। না কি আমি পাগল হয়ে গেলাম ?

[ছুটিয়া গিয়া সে দেওয়ালের চোরা সিন্ধুকটি খুলিয়া ফেলিল এবং তাহা হইতে মুঠো মুঠো নোট, টাকা ও মোহর লইয়া গ্রামরক্ষীদের দিকে ছুঁড়িতে লাগিল]

নিয়ে যাও, দেশরক্ষার কাজে লাগাও—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক—

[উন্মত্তবৎ অর্থ নিক্ষেপ।···সকলে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। ভুবনেশ্বরী উন্মত্তের ন্যায় নোট ছুঁড়িয়াই চলিল।]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

* প্রথম দৃশ্য *

অপরাহ্ণ।

[মহেন্দ্র পঞ্চায়েতের বাড়ি। গ্রাম্য মহিলারা ছোট ছোট টিনের কৌটা জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিতেছে।]

ময়না। আর তো টিন নেই মা। এই শেষ।

জয়মতী॥ টিনের অভাবে খাবার ভরে দিতে পারবো না ছেলেদের।

[একটি গহনার বাক্স আঁচলের তলে লুকাইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।]

ময়না॥ একি। গরীবের বাড়িতে হাতির পা।

[সকলে ভুবনেশ্বরীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল—কেহ কেহ উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ভুবনেশ্বরী॥ এসব আমি সইতে পারবো। কিন্তু যা সইতে পারবো না—যা বইতে পাচ্ছি না—তাই নিয়ে এসেছি আজ আমি তোমাদের কাছে—[গহনার বাক্সটি জয়মতীর সামনে ধরিয়া] দয়া করে এটা নাও।

জয়মতী॥ একি। এত গয়না।

ভুবনেশ্বরী॥ হ্যাঁ, আমার সব গয়না। তোমাদের দেশের কাজে দিচ্ছি।

সারদা॥ কি একটা মতলব আছে দিদি।

ভুবনেশ্বরী॥ এসব কথা আমাকে সইতে হবে জানি। কিন্তু তা জেনেও আমি এই গয়নার বাক্স নিয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে—তুলে দিচ্ছি তোমাদের হাতে, দেশের কাজে। জেনো, বন্দুক হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে আমার স্বামী। এই গয়না যদি তোমরা না নাও জোর করে কেড়ে নেবে সে।

জয়মতী ॥ সে পাপিষ্ঠ এখনও এই গ্রামে আছে ? ছেলেরা তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল, পায়নি তো।

ভুবনেশ্বরী ॥ আছে কিনা এখনই দেখবে। ছেলেরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর, বন্দুক হাতে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে—আমার জন্য নয়, আমার গয়নার জন্য।

জয়মতী ॥ এতদিন কি ভুলই না বুঝেছিলাম আমরা তোমাকে। গয়না আমরা যে যা পেরেছি, দেশের কাজে তুলে দিয়েছি পঞ্চায়েতের হাতে। পঞ্চায়েত রয়েছেন ভেতরে—তুমি চলে যাও তাঁর কাছে। ময়না, নিয়ে যা তোর খুড়ীমাকে।

[ময়না ভুবনেশ্বরীকে লইয়া অন্দরে গেল।]

সারদা। গয়না চুরির দায়ে তোমরা না পড়, ভাবছি আমি তাই।

জয়মতী ॥ ভুবনকে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী চিনি ভাই। কারণ, ওর বাপকেও আমি জানি। ওর বাপ একজন মহাপুরুষ। তার মেয়ে অত ছোট হতে পারে না যত ছোট তুমি ভাবছ।

[হন্তদন্ত হইয়া মাণিকের প্রবেশ।]

মাণিক ॥ আমার মামী কৈ গো ? আমার মামী ?

সারদা ॥ একে একে ও বাড়ির সবাই দেখছি এখানে আসছে! ব্যাপার কি ?

মাণিক ॥ কিন্তু এবার আসছে যম—সাক্ষাৎ যম। বন্দুক হাতে নিয়ে পাগল হয়ে মামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেলেই আর দেখতে হবে না—ছেলে-পিলে নেই, শ্রাদ্ধ করতে হবে আমাকেই। এসেছে মামী এখানে ?

[কেহ উত্তর দিল না। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। বন্দুক হস্তে রাজেন দত্তের প্রবেশ। অস্বাভাবিক, অমানুষ মূর্তি।]

রাজেন্দ্র ॥ মাণিক!

মাণিক ॥ মামা।

রাজেন্দ্র ॥ পেলি সেই হারামজাদীকে ?

মাণিক ॥ না মামা।

রাজেন্দ্র ॥ এই বাড়িতেই সে লুকিয়ে আছে। আমার হাত থেকে বাঁচতে হলে সে জানে এই বাড়িই তার একমাত্র আশ্রয়। এই যে বৌঠাক্‌রুণ, আগে তোমাদের জানিয়ে দি—আমার হাতে গুলি ভরা এই বন্দুক। এই বন্দুকে যে আজ কার প্রাণ যাবে আমি জানিনা। আমি প্রথমে চাই আমার প্রাণেশ্বরী ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তারও আগে চাই পেট পুরে খেতে। খেতে না পাওয়ার যে কি জ্বালা আগে বুঝিনি। আমাকে খেতে দাও—পেট পুরে খেতে দাও।

জয়মতী ॥ বন্দুক হাতে ভয় দেখিয়ে খাবার চাইলে খেতে আমি দেবনা ঠাকুরপো।

সারদা ॥ দিদি কেন ঝামেলা করছ ? খেতে চাইছে খেতে দাও। কুকুর বেড়ালকেও কোনদিন না বলনি তুমি।

[সারদার ভয়ে ভয়ে অন্দরে প্রস্থান।]

রাজেন্দ্র ॥ হ্যাঁ—আজ আমি কুকুর বেড়ালেরও অধম এই গাঁয়ে। কিন্তু আর কথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে। ক্ষিদের জ্বালায় আমি জ্বলছি—আমাকে আর জ্বালিও না। [হুঙ্কারে] আনো খাবার।

মাণিক ॥ আরে বাপু, ওঁর পেটটা আগে ঠাণ্ডা করো। তবে তো মাথা ঠাণ্ডা হবে। আর পেট ভরে খেতে কিন্তু আমিও পাই না এখন। মাথাটা আমারও এখন বেশ গরম, মনে রেখো তোমরা।

জয়মতী ॥ যতক্ষণ ঐ বন্দুক রয়েছে হাতে—হাতে করে আমি দিতে পারব না ওকে খেতে। যে দিতে পারবে তাকে দিয়েই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি খাবার।

[জয়মতী অন্দরে চলিয়া গেলেন।]

মাণিক ॥ বুঝলে মামা—খাবার আনবে ময়না। সেই ময়না—যার সঙ্গে তুমি আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলে। ময়না তো নয় একটা কেউটে। ওর বিষ দাঁত আজ আমি ভেঙ্গে দেবই দেব।

[একথালা খাবার হাতে লইয়া ভুবনেশ্বরী আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

মাণিক ॥ একি! মামী!

[রাজেন দত্ত পৈশাচিক হাসি হাসিল।]

ভুবনেশ্বরী ॥ হ্যাঁ। বেইমানকে খাবার দেবার পাপ থেকে আমি ওদের বাঁচিয়ে দিলাম। খাও—পেট পুরে খাও। হাতে হোক জোর। তারপর গুলি কর আমাকে। তোমার সঙ্গে ঘর করার প্রায়শ্চিত্ত হোক আমার।

[এক গ্লাস জল হাতে জয়মতী আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

জয়মতী ॥ (ভুবনেশ্বরীকে) জল আনতে ভুলে গেছ ভাই।

[জলের গ্লাসটি ভুবনেশ্বরীর হাতে দিলেন।]

মাণিক ॥ ও জল তুমি খেয়োনা মামা—বিষটিষ দিয়েছে হয়তো।

জয়মতী ॥ বিষ দিলেও দোষ হতো না। কিন্তু পারলাম কই। (গ্লাস হইতে একটু জল পান করিয়া) নাও এইবার নিশ্চিন্ত মনে খাও।

রাজেন্দ্র ॥ মানকে, বন্দুকটা ধর।

[মাণিক বন্দুকটি হাতে লইল। মুহূর্তের মধ্যে রাজেন দত্ত তাহার রাক্ষুসে ক্ষুধা দূর করিতে নিঃশেষ করিয়া খাইল সব খাবার। ঢকঢক্ করিয়া জলটুকুও খাইল এবং আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল।]

ভুবনেশ্বরী ॥ গায়ে এখন জোর হয়েছে। এইবার গুলি করে আমাকে মার—মুক্তি দাও আমাকে।

রাজেন্দ্র ॥ চল বাড়ি। তোমার সব গয়না এখনই আমি চাই।

জয়মতী ॥ ভুবন তার সব গয়না দিয়েছে দেশের কাজে। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে।

রাজেন্দ্র ॥ দেশের কাজে, মানে মহেন্দ্রের হাতে। বেশ তবে তুমিই বিধবা হলে আজ—মাণিক বন্দুকটা—

[সকলে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।]

জয়মতী ॥ আমি বিধবা হলে পৃথিবীশুদ্ধ লোক আজ জানবে—বেইমান কী চীজ্। বেইমান কী চীজ্।

রাজেন্দ্র ॥ মাণিক—বন্দুকটা—

[মহেন্দ্র ময়নাসহ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন।]

মহেন্দ্র ॥ মার, আমাকে মার। আমি চাই আমার ছেলেরা দেখুক ঘরে-বাইরে আজ আমাদের কতবড় সব শত্রু।

রাজেন্দ্র ॥ দেখুক তাই দেখুক। মাণিক বন্দুকটা—

[মাণিক সরিয়া গেল।]

রাজেন্দ্র ॥ মাণিক, বন্দুকটা—

মাণিক ॥ না দেবনা। এদ্দিন পর একটা সুযোগ আমি পেয়েছি দেখাতে—আমি দেশের শত্রু নই, দেশের শত্রুই আমার শত্রু।

রাজেন্দ্র ॥ [হুঙ্কারে] মাণিক।

মাণিক ॥ [বন্দুকটা রাজেন্দ্রর দিকে লক্ষ্য করিয়া] বন্দুক দিয়ে এদ্দিন খরগোসই মেরেছি—আজ মারতে চাই একটা বুনো শূয়র। [রাজেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তাক করিল।]

জয়মতী ॥ মাণিক। মাণিক। আমার ভুবনের সীঁথের সিন্দুর মুছে দিস না বাবা।

ভুবনেশ্বরী ॥ দিলেও কোন ক্ষতি নেই দিদি। এ সিন্দুর আজ আমার কলঙ্ক।

[মাণিককে উদ্যত বন্দুক হস্তে অগ্রসর হইতে দেখিয়া। রাজেন দত্ত পিছু হটিতে লাগিল। চোখে-মুখে হিংস্রতা —কিন্তু অবশেষে নিরুপায় রাজেন দত্তকে পরাজয়ই স্বীকার করিতে হইল।]

রাজেন্দ্র ॥ শেষে কিনা—শেষে কিনা—বেশ আমি যাচ্ছি।

[রাজেন দত্তের প্রস্থান।]

ময়না ॥ মাণিকদা! মাণিকদা! তুমি আজ আমাদের বাঁচালে।

মাণিক ॥ কিন্তু তাই বলে আর বিয়ে করতে চাইব না তোকে। আমার বৌ হবে বলেছে ঐ নলিনী। [ছুটিয়া নলিনীর কাছে গিয়া] বল নলিনী, কাজের মতো একটা কাজ আমি করতে পেরেছি কিনা আজ।

নলিনী ॥ পেরেছো, পেরেছো মাণিকদা। [কাঁদিয়া ফেলিল।]

মহেন্দ্র ॥ এমন সব ছেলেমেয়ে ছিল বলেই স্বাধীনতার-যুদ্ধে আমরা জিতেছিলাম।

জয়মতী ॥ এমন সব ছেলেমেয়ে আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধেও আমরা জিতব।

ময়না ॥ জয়হিন্দ্।

সকলে ॥ জয়হিন্দ্।

জয়মতী ॥ বন্দেমাতরম্।

সকলে ॥ বন্দেমাতরম্।

---

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

রাত্রি ।

[মহেন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণ। ডে-লাইট লণ্ঠন জ্বলিতেছে। জয়মতী ব্যাণ্ডেজ তৈরী করিতেছেন। ময়না ধনুকে ছিলা পরাইতেছে। বৃদ্ধ মহেন্দ্র একপাশে বসিয়া একটি বাঁশ চাঁছিয়া লাঠি তৈয়ারী করিতেছেন।]

মহেন্দ্র ॥ ওরে, এ লাঠিটা তো প্রায় তৈরী হলো। আর বাঁশ আছে ?

ময়না ॥ কিশোর বাঁশ আনতে গেছে। এলো বলে।

মহেন্দ্র ॥ এখন রাত কত ?

ময়না ॥ গোটা ন'য়েক হবে।

মহেন্দ্র ॥ কোন আওয়াজ-টাওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস ? গুলী-গোলার শব্দ ?

ময়না ॥ না বাবা।

জয়মতী ॥ মাঝে মাঝে শেয়াল ডাকছে।

মহেন্দ্র ॥ ছেলেটা তো এখনো ফিরলো না।

জয়মতী ॥ না খেয়ে বেরিয়ে গেছে। ধুমকেতুর মতো হয়তো ফিরে আসবে, আর এসেই বলবে—না মা, খাবার সময় আর নেই। পায়ের ধুলো দাও, চললাম। ওরে ময়না, আরো ব্যাণ্ডেজ করবো নাকি ?

ময়না ॥ হ্যাঁ মা, যতটা পারো করো।

জয়মতী ॥ তৈরী করছি, আর কি মনে হচ্ছে জানিস ? যেন আমাদের ছেলেগুলো রক্তারক্তি হয়ে আমার সামনে পড়ে রয়েছে, আর কাতরাচ্ছে। থাক এখন। আর আমি পারছি না। ঠাকুর, আমার হাতের তৈরী এই ব্যাণ্ডেজ, এর যেন কোনো

দরকার না হয়। ভালোয় ভালোয় ছেলেগুলো যেন আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে।

[অন্দরে যাইতেছিলেন]

ময়না ॥ কোথায় চল্‌লে ?

জয়মতী ॥ জলগরম চাপিয়ে রাখি। ছেলেটা এলেই হয়তো চা খেতে চাইবে।

ময়না ॥ তুমি শুধু ছেলের কথাই ভাবছো মা। আমি যে এতগুলো ধনুক তৈরী করে হাঁপিয়ে পড়েছি একটি বারও তো বললে না, ময়না—এক পেয়ালা চা খাবি ?

জয়মতী ॥ দিচ্ছি মামণি, দিচ্ছি।

মহেন্দ্র ॥ শোনো, তোমার মিলিটারী ছেলের পিঠে ঝোলানো থাকে সেই যে একটা বোতল, লাক্স না ফ্লাক্স কি বলে, সেটাতে চা পুরে দিতে ভুলো না।

ময়না ॥ লাক্স তো সাবান। ওটা ফ্লাক্স।

মহেন্দ্র ॥ বাপ্‌স কি সব নাম।

[জয়মতী চলিয়া গেলেন। লাঠির মাপে কর্তিত কয়েকটি বংশদণ্ড হাতে কিশোর আসিয়া দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, কিশোরের সম্মুখে এবং পশ্চাতেও পোষ্টার দুইটি বাঁধা রহিয়াছে।]

কিশোর ॥ এই নাও বাঁশ। আমাদের বাগান থেকে কেটে আনলাম।

[বংশদণ্ডগুলি মহেন্দ্রের সম্মুখে রাখিল।]

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁরে—এ বাঁশগুলো সত্যিই ভালো।

কিশোর ॥ ভালো কি মন্দ সে বোঝা যাবে কাজে। এক এক ঘায়ে এক একটা দুষমন যদি ফেলতে পারি, তবে বলবো এটা বাঁশ—নইলে বাঁশ নয়, ঘাস। চলি।

মহেন্দ্র ॥ দাঁড়া। ইন্দ্র কোথায় রে ?

ময়না ॥ আর আর ছেলেরাই বা কোথায় ?

কিশোর ॥ [ওষ্ঠে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া] বলা নিষেধ। হুকুম নেই।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে
চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।"
"বিদেশী দস্যু আসিছে রে ওই
করো করো সবে সাজ।"

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।]

মহেন্দ্র ॥ সোনার চাঁদ এইসব ছেলে। যতো লাঠিই তৈরী করি না কেন, যতো তীর-ধনুকই হাতে তুলে দিস না কেন · কোনো কাজে লাগবে না ওদের। বন্দুকের এক-একটা গুলীতে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। কাজে হয়তো শুধু লাগবে জয়মতীর ওই ব্যাণ্ডেজ।

ময়না ॥ কাজেই যদি না লাগে তবে এসব তৈরী করছি কেন ?

মহেন্দ্র ॥ [দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া] তৈরী করবো না ? একশোবার করবো।—ঐসব বিদেশী দস্যুর গায়ে যদি একটা আঁচড় দিয়ে মরতেও পারি আমরা, সে মৃত্যু হবে সার্থক। শত্রু বুঝতে পারবে, এদের ভয় নেই। আত্মসমর্পণ এরা জানেনা। স্বাধীনতা এদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। পরাধীনতা এরা সইবে না। অস্ত্র থাক আর না থাক, এদের দাঁত আছে, এরা কামড়াবে, কামড়াবে।

ময়না ॥ একথা তোমার মুখেই সার্থক বাবা। আর এক বিদেশী শত্রুর বন্দুকের গুলীতে, ১৯৪২ সালে তোমার বড় ছেলে গেছে মারা। তবু তুমি ভেঙে পড়ো নি, মচকাও নি। এই যে দাদা এসে গেছে।

(ইন্দ্রের প্রবেশ।)

ইন্দ্র ॥ এই খুকী।

ময়না ॥ আবার তুমি আমাকে খুকী বলছো ?

ইন্দ্র ॥ ও হ্যাঁ। তুই তো এখন আমাদের ঝান্সীর রাণী। শোন, এখনি আবার আমাকে বেরুতে হবে।

[এক কেতলী চা এবং দুইটি পেয়ালা হাতে জয়মতীর প্রবেশ।]

জয়মতী ॥ ইন্দ্র এসেছিস বাবা ?

ময়না ॥ আচ্ছা মা—মাইলখানেক দূর থেকেই দাদার পায়ের শব্দ তুমি শুনতে পাও, না ?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ পায়। তাই ওই তৈরী চা।

জয়মতী ॥ [হাসিয়া ময়নাকে] তোর পায়ের শব্দও পাই রে পাই।

ময়না ॥ এক মাইল দূর থেকে পাও না মা। দুপদাপ করে যখন ঘরে এসে দাঁড়াই পাও তখন।

ইন্দ্র ॥ পাবে পাবে॥ এক মাইল দূর থেকে তোর পায়ের শব্দ আর একজন পাবে। হয়তো এখনি পায়। তবে সে মা নয়। বলবো কে ?

ময়না ॥ দাদা ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

ইন্দ্র ॥ আচ্ছা আচ্ছা। আমি থামছি। তুই আমার পোষাক-টোষাকগুলো ঝেড়ে-ঝুড়ে দে তো। যাকে বলে একেবারে রণসাজে সাজিয়ে দে। না না, ঠাট্টা নয়। এখনি।

জয়মতী ॥ এখন আবার কোথায় যাবি বাবা ?

মহেন্দ্র ॥ কেন যেন মনে হচ্ছে আজকের রাতটা ভালো নয়। মনে হচ্ছে এ রাতে অনেক কিছু ঘটবে।

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ বাবা। আজ রাতে হয় এস্পার, নয় ওস্পার।

সকলে ॥ মানে ?

ইন্দ্র ॥ বলছি। একি ? এতো রাতে আবার কে ?

[নবীনের প্রবেশ]

নবীন ॥ আমি নবীন।

ইন্দ্র ॥ এসো, এসো নবীনদা, এসো। খুকু, না না ঝান্সী, আমার পোষাক।

[ময়নার অন্দরে প্রস্থান।]

জয়মতী ॥ যেখানেই যাও বাবা, খেয়ে যেতে হবে কিন্তু।

[প্রস্থান।]

মহেন্দ্র ॥ নবীন, তুমি! আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আমার মেয়ের বিয়েতে এতো করে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু তবু তুমি আসোনি।

নবীন ॥ মেয়ের বিয়েটা যদি হতে পারতো তবে না আসাটা হয়তো অপরাধ হতো। অপরাধ হয়েছে আজ। গাঁয়ের এই বিপদে পঞ্চায়েতের সভায় আজ সকালে আমি আসিনি। অপরাধ হয়েছে সেখানে। আর তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি এখন।

মহেন্দ্র ॥ সে কি! সে কি নবীন!

নবীন ॥ আমি খোলাখুলি বলছি। এ গাঁয়ে দু'টি দল। একটি আপনার, আর একটি রাজেনদার। চিরদিনই আমি রাজেনদার চেলা, তাঁর অনুচর।

ইন্দ্র ॥ [এতক্ষণ লাঠি-তীর-ধনুক-ব্যাণ্ডেজ পরীক্ষাকরিয়া দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে] আমরা জানি। তুমি তার চোরাকারবারের অংশীদার।

মহেন্দ্র ॥ আঃ! ইন্দ্র!

নবীন ॥ ইন্দ্র মিথ্যে বলেনি। আমার সামনে না বললেও গাঁয়ের সবাই একথা বলে থাকে। আর কথাটাও মিথ্যে নয়। দু'হাতে পয়সা কুড়িয়েছি বটে, কিন্তু এ ব্যবসায় খেসারতও

দিতে হয়েছে। গাঁয়ের লোক বিশ্বাস করে ভোট দেয়নি আমাদের। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের দল গেছে হেরে। কিন্তু সেজন্য দুঃখ করতে আসিনি এখানে আজ।

মহেন্দ্র ॥ তবে কেন এসেছো নবীন ?

নবীন ॥ আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বুদ্ধু, আমারই ছোটো ভাই, শত্রুর গুলীতে একটা পা খোঁড়া ক'রে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। শুনলাম, গুলী লাগার সময় এই ইন্দ্রই দাঁড়িয়েছিলো তার পাশে—ভিন্ন দলের ছেলে।

ইন্দ্র ॥ আমরা কে কোন্ দলের, শত্রু বুঝি সেটা জানতো ? আর সেটা বিচার করেই বোধহয় গুলীটা ছুঁড়েছিলো, তাই না নবীনদা ?

নবীন ॥ না না। বুদ্ধুর কাছে শুনলাম জঙ্গলের আড়ালে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলে দু'দলের তোমরা দু'জন। গুলীটা তোমার পায়েও লাগতে পারতো। শত্রু যখন গুলী করলো তখন দল দেখে, দল বুঝে গুলি করেনি। তার কাছে সবাই শত্রু। আর তাই যদি হয় আমাদের এ দলাদলির মূল্য কি ? বিশেষ করে ঐ শত্রুর সামনে। শত্রুর চোখে আমরা সবাই সমান।

মহেন্দ্র ॥ নবীন! নবীন! তবে তুমি লড়াই করবে ?

নবীন ॥ পঞ্চায়েত, লড়াই কি আমি জানি না। এইটুকু জানি, লড়াই করতেও লাগে টাকা। সেই টাকা আমি কিছু এনেছি। দিচ্ছি পঞ্চায়েত তোমার হাতে। আমার বিরুদ্ধ দলের দলপতি তুমি। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষা—সেটা সকল দলাদলির ওপরে। এ কাজে আমরা সবাই ভাই ভাই।

মহেন্দ্র ॥ নবীন! নবীন! আমার মুখে কথা সরছে না নবীন।

ইন্দ্র ॥ নবীনদা! আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে ক্ষমা করো তুমি। কত টাকা এনেছো নবীনদা ?

নবীন ॥ একশো টাকা এনেছি। এর বেশী আজ পারলাম না ভাই।

কিন্তু ভাবনা কি ? বৌয়ের গয়না বেচেও যদি আর কিছু দিতে হয়, কাল দেবো।

ইন্দ্র ॥ আমি তোমার পায়ের ধুলো নিচ্ছি নবীনদা। তুমি আমার একটা কথা শুনবে নবীনদা ?

নবীন ॥ শুনতেই হবে। আমাদের এ লড়াইয়ের সেনাপতি তুমি।

ইন্দ্র ॥ টাকাটা আমি তোমার হাতেই দিচ্ছি। এখুনি, এখান থেকে সাইকেলে ছুটে চলে যাও শহরে। সারারাত সাইকেল চালিয়ে পৌঁছে যাও খুব ভোরে। সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে এই টাকায় কিনে নিয়ে এসো বোমা তৈরীর মাল-মশলা। হ্যাঁ, যাবার আগে দেখা করে যাও বুদ্ধুর সঙ্গে। সে-ই বলে দেবে কি কি জিনিষ তোমাকে কিনে আনতে হবে। দেখবে তার পায়ের যন্ত্রণা, গায়ের জ্বর সব উধাও।

নবীন ॥ আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি।

ইন্দ্র ॥ দাঁড়াও। আর একটা কথা। বোমার মাল-মশলা নিয়ে কাল ফিরে যদি দেখো আমি নেই, বোমা তৈরী করার ভার তোমার। বুদ্ধু জানে। সে-ই দেখিয়ে দেবে।

নবীন ॥ ঠিক আছে। আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

[ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

মহেন্দ্র ॥ আজ রাতটা কেবলই মনে হচ্ছে কালরাত্রি। '৪২ সালে এমনি সব রাত্রি আমার জীবনে এসেছিলো। হ্যাঁরে ইন্দ্র, তোর সেই মিলিটারী পোষাক-পরা ফটোটা তো আমায় দিসনি।

ইন্দ্র ॥ দিইনি কি ? তুমি তো সেটা তোমার সিন্ধুকে পুরে রেখেছো।

মহেন্দ্র ॥ তাই কি ? আমি দেখে আসছি। এই যে তোর পোষাক-টোষাক, খাবার-দাবার সব এসে গেছে। কিন্তু এখানে এই বাইরে কেন ? আমার ঘর-দোর কি শত্রুর বোমায়

ইন্দ্র ॥ না বাবা। আজ সন্ধ্যায় অমৃতযোগ দেখে মা আমাকে ঘর থেকে যাত্রা করিয়ে দিয়েছে। আর আমি ঘরে ঢুকবো না।

[গণেশ ঘরের ভিতর হইতে দুইটি টুল রাখিয়া গেল। মা জয়মতী তাহাতে ইন্দ্রের খাবার সাজাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ময়না ইন্দ্রের জামায় একটি বোতাম লাগাইতেছে।]

মহেন্দ্র ॥ ওর সেই লাক্সটা ?

ময়না ॥ [হাসিয়া উঠিল] লাক্স নয় বাবা, ফ্লাক্স। তুমি ভেবোনা বাবা। চা দিয়ে সেটা ভরে দেওয়া হবে।

মহেন্দ্র ॥ আচ্ছা আচ্ছা। ভুলিসনি যেন।

[অন্দরে প্রস্থান।]

ময়না ॥ আশ্চর্য ! বাবার আজ ভুল হচ্ছে না কিছু।

ইন্দ্র ॥ একি মা ! একি করছো ? এতো খাবার ? মিলিটারীরা এতো খাবার খেলে লড়াই করবে কি করে ?

জয়মতী ॥ বেশ তো, যা পারিস খা।

ময়না ॥ কিছুই তুমি ফেলতে পারবে না দেখো। মা ভারি চালাক। ঠিক তুমি যা যা খেতে ভালবাসো আজ তাই রেঁধেছে মা।

ইন্দ্র ॥ [হাসিয়া] কিন্তু কেন মা ? তোমার কি মনে হচ্ছে আর ফিরবো না ?

জয়মতী ॥ ষাট ! ষাট। সেকি কথা। ওঠ, আর খেতে হবে না তোকে।

ইন্দ্র ॥ রাগ করলে মা ?

জয়মতী ॥ [হাসিয়া] না বাবা। তুই ঠিকই বলেছিস। ভরা পেটে ছুটোছুটি করতে কষ্ট হয়।

ময়না ॥ মা আমি একটা রফা করে দিচ্ছি। বাড়তি খাবারগুলো দাদার টিফিন বাক্সে ভরে দিচ্ছি মা।

ইন্দ্র ॥ এর নাম রফা। মুখপুড়ী তোর মতলবটা বুঝি আমি বুঝিনি। খাবারটা টিফিন বাক্সে কার জন্যে দিতে বলছে জানো মা?

ময়না ॥ এই দাদা, ভালো হচ্ছে না কিন্তু বলছি—

জয়মতী ॥ [হাসিয়া] বেশতো বেশতো। একটু বেশী করেই দিচ্ছি, একজন কেন দু'জনেই খাবে এখন।

[মা টিফিন বাক্সে খাবার দিতে প্রস্তুত হইলেন। ময়না দাদাকে জামা পরাইয়া দিতেছে।]

ময়না ॥ তোমরা কি আজ সারারাত বাইরে থাকবে না কি?

ইন্দ্র ॥ ময়নার মুখে এখন তুমি শুনি না মা। সবই তোমরা।

ময়না ॥ ভালো হচ্ছে না কিন্তু দাদা। পরো তুমি পোষাক।

[পোষাক পরানো ছাড়িয়া দিয়া শাড়ীর আঁচল দিয়া ইন্দ্রের জুতো পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিল।]

ইন্দ্র ॥ আরে আরে, তার খবর জানবার জন্যে আমার পায়ে ধরতে হবে না। ঐ দেখ, সে এসে গেছে।

[ময়না জুতা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কানাইয়ের প্রবেশ। তাহার দুই হাতে দুইটি বন্দুক।]

ইন্দ্র ॥ একি কানাই? দু'টো বন্দুকই নিয়ে এলে? রাজেন খুড়োর বাড়ীটা অরক্ষিত রয়ে গেলো না।

কানাই ॥ তা থাক। একটা তোমার। একটা আমার।

ময়না ॥ [আশ্চর্য আনন্দে] বন্দুক। মা মা দেখো, সত্যিকার দু'-দু'টো বন্দুক।

জয়মতী ॥ এই বন্দুক নিয়ে তোরা আজ লড়াই করবি?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ মা।

জয়মতী ॥ বন্দুক দুটো আমার হাতে একটিবার দিবি? আমি আমার ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে আনবো।

] বন্দুক দুইটি জয়মতী লইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন।]

ইন্দ্র ॥ কিশোরটা এতো দেরী করছে কেন ? আমি দেখছি।

[বাহিরে চলিয়া গেল।]

কানাই ॥ দেখলে তো ?

ময়না ॥ কি ?

কানাই ॥ দাদার বুদ্ধিটা ? আমাদের কেমন একলা রেখে গেল। বিয়ের সেই পিঁড়িগুলো কোথায় গেল ?

ময়না ॥ শিকেয় তোলা আছে।

কানাই ॥ আবার নামবে তো ?

ময়না ॥ তুমি নামালেই নামবে।

কানাই ॥ কিন্তু সে সুযোগ যদি আর না পাই ? [নিস্তব্ধতা]

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর কানাই হঠাৎ নিজের আঙটিটি খুলিয়া তাহা ময়নার হাতে পরাইয়া দিলো। ময়না কানাইকে প্রণাম করিল। কানাই তাহাকে তুলিতে গেল, এমন সময় ইন্দ্র তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। কানাই এবং ময়না দাঁড়াইতেই—]

ইন্দ্র ॥ একটা প্রণাম পাওনা হয়েছে আমারও।

কানাই ॥ [হাসিয়া] একটা কেন, দু'-দুটো।

[লজ্জিতা ময়নাকে টানিয়া লইয়া উভয়ে যোড়ে প্রণাম করিল।]

ইন্দ্র ॥ কই, মা কোথায় ? বাবা কোথায় ? আমাদের যে এখুনি যেতে হবে।

[দরজায় জয়মতীর আবির্ভাব। তাঁহার হাতের বন্দুক দুইটি সিন্দুরে চর্চিত হইয়া শোভা পাইতেছে।]

জয়মতী ॥ এই যে বাবা। আসছি।

[অন্দর হইতে মহেন্দ্র একটি ফটো হস্তে আসিতেছেন।]

মহেন্দ্র ॥ এই যে তোর সেই ফটোটা আমি পেয়েছি বাবা।

জয়মতী ॥ ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে দিলাম এই বন্দুক। মঙ্গলচণ্ডীর সিঁন্দুরও মাখিয়ে দিলাম। শত্রু নাশ করে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরে এসো।

[কানাই ও ইন্দ্র বন্দুক দুইটি হাতে লইয়া জয়মতীকে প্রণাম করিয়া উঠিল।]

মহেন্দ্র ॥ আমাকে বলে যা—তোরা কোথায় যাচ্ছিস ? কেন যাচ্ছিস ? বলে যা—বলে যা—আমি মানস চক্ষে তা দেখবো। আর ঠাকুরের কাছে তোদের জন্য শক্তি ভিক্ষা করবো।

ইন্দ্র ॥ [কানাইকে] বলবো ?

কানাই ॥ বলো দাদা, বলো।

ইন্দ্র ॥ শ'দুই শত্রু-সৈন্য ছাউনি ফেলেছে আমাদের গাঁয়ের সীমান্তে। বড়ো জঙ্গলটার ও পাশে।

কানাই ॥ শ্মশানকালীর মাঠে।

মহেন্দ্র ॥ দু'শো ?

ইন্দ্র ॥ হ্যাঁ বাবা। দিনের বেলায় গোণাগুনতিতে তারা দু'শো। কিন্তু এই গভীর রাতে ছাউনির তলায় তারা ঘুমুচ্ছে। রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে জন দশেক শান্ত্রী।

কানাই ॥ রাত ভোর হতেই এই দু'শো লোক আমাদের করবে আক্রমণ। কিন্তু আজ রাতে এখন যদি আমরা ওদের আক্রমণ করি—তাহলে ওদের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে মাত্র দশজন।

ইন্দ্র ॥ যে দশজন শান্ত্রী রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে।

মহেন্দ্র ॥ আক্রমণ করবে তোমরা দু'জন ঐ দশজনকে ?

কানাই ॥ আমরা দু'জন নয়। আমরা বিশ জন।

মহেন্দ্র ॥ ওদের দশ দশটা বন্দুক। তোমাদের মাত্র দুটো।

কানাই ॥ আমাদের হাতে যথেষ্ট বোমা আছে। আচমকা বোমা মেরে ওদের হতবুদ্ধি করব—ছত্রভঙ্গ করব আমরা।

মহেন্দ্র ॥ ছাউনির সামনে নিশ্চয় বড়ো বড়ো সব আলো রয়েছে। ওদের কাছে ঘেঁষবে কি করে তোমরা? আধ মাইল দূরের জিনিষও শান্ত্রীরা দেখতে পাবে।

ইন্দ্র ॥ পাবে কি? শেষরাতে ঘুমে ওদের চোখ জড়িয়ে আসবে না?

মহেন্দ্র ॥ পাহারার শান্ত্রীর চোখে আসবে ঘুম?

ইন্দ্র ॥ আমাদের মনে হয় আসবে। আমরা যখন পাহারা দিই তখন আমাদের চোখে আসে না, কিন্তু ওদের চোখে আসবে। কেন জানো বাবা? কেন জানো মা? ওরা পররাজ্য গ্রাস করতে আসছে—এ লড়াই ওদের বিলাস। আর আমাদের লড়াই আত্মরক্ষার লড়াই—স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব—একটা জাতির জীবনমরণের প্রশ্ন।

মহেন্দ্র ॥ সাবাস, ব্যাটা সাবাস!

[মহেন্দ্রকে তু'জনেই প্রণাম করিয়া উঠিল। ময়না বোমার থলিটি দিল ইন্দ্রের হাতে এবং ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কানাইকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই কানাই বন্দুক হইতে আঙুলে করিয়া সিঁদুর টানিয়া লইয়া ময়নার সিঁথিতে পরাইয়া দিলো।]

মহেন্দ্র ॥ জয় হোক তোদের জয় হোক্।

জয়মতী ॥ দোহাই মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার বুকে যেন আবার ওরা ফিরে আসে।

[মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশ্যে হাত যোড় করিয়া প্রণাম।]

———

* তৃতীয় দৃশ্য *

গ্রাম্যপথ।

[চারণগণের গান]

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দেমাতরম্ ॥

আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—
বন্দেমাতরম্ ॥

আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন—
বন্দেমাতরম্ ॥

[রবীন্দ্রনাথ]

* চতুর্থ দৃশ্য *

ঊষা।

[মহেন্দ্রের বহির্বাটীর গৃহপ্রাঙ্গণ। দূর হইতে গুলী-গোলা, বোমা প্রভৃতির আওয়াজ মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে। অন্দর হইতে জ্বর বিকারের রোগীর মতো বাহির হইয়া আসিলেন মহেন্দ্র। বুকে হাঁটিয়া আচমকা শত্রু শিবিরের পাহারারত শান্ত্রীকে আক্রমণ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন তিনি।]

মহেন্দ্র ॥ ঐ ঐ শত্রুর ছাউনি। হ্যাঁ হ্যাঁ। ছেলেরা ঠিকই বলেছে। এই শেষ রাত্রে, ঐ যে শান্ত্রীগুলো পাহারা দিচ্ছে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ওরা ঘুমে ঢুলছে। আমার ইন্দ্র ঠিকই বলেছে ওদের লড়াই ওদের বিলাস। আর আমাদের লড়াই আত্মরক্ষার লড়াই। রোসো।

[মহেন্দ্র বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খানিকটা গিয়া, দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার বুকে হাঁটা সুরু করিলেন। খানিকটা যান, আবার থামেন, আবার চলেন। এবার তাহার মনে হইল, তিনি যেন ঘুমন্ত শান্ত্রীর সামনে আসিয়া পড়িয়াছেন। চোখে মুখে তাঁহার জিঘাংসা ফুটিয়া উঠিল। তখন তিনি হঠাৎ ব্যাঘ্র বিক্রমে সেই কল্পিত শান্ত্রীর টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার প্রয়াস করিতে গিয়া নিজেই নিঃশেষিত শক্তিতে পড়িয়া গিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। শান্ত্রীর টুঁটি চাপিয়া ধরিবার উল্লাসে তিনি বিকট চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। সেই চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অন্দর হইতে ছুটিয়া আসিল প্রথমে ময়না এবং তৎপশ্চাতে জয়মতী।]

ময়না ॥ এ কী ?

জয়মতী ॥ কি হয়েছে ?

ময়না ॥ পড়ে গেলে কেমন করে ?

মহেন্দ্র ॥ চুপ ! আমি একটা শত্রু নিপাত করেছি। টুঁটি টিপে মেরেছি। ইন্দ্ররা যেমন মারছে।

জয়মতী ॥ কৈ ?

ময়না ॥ কোথায় ?

মহেন্দ্র ॥ ঐ ছাখ। মড়াটা ওখানে পড়ে আছে।

ময়না ॥ বাবা, বাবা, এসব তুমি কি বলছ। [তাহাকে ঝাঁকাইতে লাগিল।]

জয়মতী ॥ ওকে তোল, তোল। [নিজেই তাঁহাকে টানিয়া তুলিতে গিয়া] এ কী! জ্বর! গা'টা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ওগো ওঠো, ওঠো।

[জয়মতী এবং ময়না মহেন্দ্রকে টানিয়া তুলিয়া দাড় করাইল। মহেন্দ্র তাহাদিগকে তাকাইয়া দেখিলেন। পরে সম্মুখের শূন্য প্রাঙ্গণটি দেখিলেন। চৈতন্য হইল।]

মহেন্দ্র ॥ আমার কি হয়েছে ? তোমরা আমাকে এমনি করে ধরেছ কেন ?

ময়না ॥ তুমি এখানে পড়ে গিয়েছিলে বাবা।

মহেন্দ্র ॥ [এবার স্মরণ হইতে লাগিল] ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ। কি যেন একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। শত্রুর ছাউনি। পাহারাদার—শান্ত্রী। আমি—আমি—না না, সবই স্বপ্ন, সবই মিথ্যা। উঃ আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে—গাটা পুড়ে যাচ্ছে। ইন্দ্ররা ফিরে এসেছে ? অতো গোলাগুলীর শব্দ কেন ? লড়াই তবে এখনো চলছে ? কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি ? দেখো, কে আসছে।

[বন্দুক হাতে ছুটিয়া আসিল কানাই। তাহার হাতে একটি নিবন্ত-মশাল।]

ময়না ॥ তুমি!

জয়মতী ॥ একজন আমার ফিরেছে, কিন্তু আর একজন ?

মহেন্দ্র ॥ ওরে সে বেঁচে আছে তো ? বেঁচে আছে ?

কানাই ॥ আছে। আছে। তোমরা শোনো। আমি তাঁর জরুরী হুকুম এনেছি।

মহেন্দ্র ॥ আগে আমায় বল, তোরা কি জিততে পেরেছিস ? জিতেছিস ?

কানাই ॥ জিতেছি। কাল রাতে আমরা জিতেছি। এই শেষ রাতে শত্রু শিবিরে আচমকা বোমার পর বোমা মেরে, বন্দুকের গুলী ছুঁড়ে ঐ শ'দুই দুষমনকে ঘায়েল করেছি আমরা। কিছু মরেছে। আমাদেরও দু'চারজন গেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা এই, ছত্রভঙ্গ হয়ে দুষমনরা পালিয়েছে।

জয়মতী ॥ গেছে। আমাদেরও দু'চারজন গেছে ? ওরে কে গেছে, কে গেছে ?

মহেন্দ্র ॥ না না, তা শুনতে চেও না জয়মতী। কে গেছে, তা শুনতে নেই। তবে জেনে রাখো স্বর্গে গেছে—স্বর্গে গেছে।

জয়মতী ॥ [এ কথাতে যেন আত্মস্থ হইয়া ভাবাবেগ বর্জন করিয়া শান্ত কণ্ঠে] বেশ। কি বলতে এসেছো, বলো তুমি। পাষাণ হয়েই আমরা শুনবো।

কানাই ॥ শ'-দুই দুষমন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়েছে বটে কিন্তু এবার এসে পড়েছে হাজার দুই। পথে আমরা যেসব খাদ কেটেছিলাম, এবার এরা সেসব দিচ্ছে মাটি দিয়ে বুজিয়ে। কাল রাতে ওদের কিছু বন্দুক আর গোলাগুলী পেয়েছি সত্য কিন্তু তা আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। আমরা সবাই ঠিকমতো বন্দুক চালাতে জানি না। এ গ্রামরক্ষার আশা আর নেই আমাদের।

মহেন্দ্র ॥ আমার ছেলেটা কি বশ্যতা স্বীকার করতে বলেছে আমাদের ?

কানাই ॥ ইন্দ্রদা তোমার সে ছেলে নয়।

মহেন্দ্র ॥ তাই বল। তাই বল। এইবার বল। কি বলেছে সে।

কানাই ॥ এ গাঁয়ের বাড়ী-ঘর সব ছেড়ে চলে যেতে বলেছে এর পরের গাঁয়ে।

জয়মতী ॥ সাত পুরুষের এই ভিটে ছেড়ে যেতে হবে আমাদের ?

কানাই ॥ লড়াইটা চালিয়ে যেতে হলে আমাদের তাই যেতে হবে মা।

ময়না ॥ দাদা ঠিকই বলেছে। এখানে আমরা থাকলে আমাদের মরতে হবে। লড়াই করা হয়ে যাবে আমাদের শেষ। কিন্তু আমরা বাঁচতে চাই। লড়াই করে একদিন না একদিন আমরা জিততে চাই।

জয়মতী ॥ কিন্তু আমার এই গোলাভরা ধান—ক্ষেতভরা ফসল—

কানাই ॥ দাদার হুকুম—যাবার আগে পুড়িয়ে দিতে হবে সব।

মহেন্দ্র ॥ না না। ছেলেগুলোর বুদ্ধি আছে। দে সব পুড়িয়ে। আগুন ধরিয়ে দে। বিদেশী দুষমনের হাতে পড়ে না যেন দেশের একদানা চাল। এক মুঠো ফসল।

জয়মতী ॥ কিন্তু—কিন্তু—

মহেন্দ্র ॥ না না, আর কিন্তু নয়। ময়না—দেখদেখি ঘরে টাকাকড়ি কি আছে। ছুরি, কাঁচি, কুডুল, খন্তা, দা, বঁটি—শত্রুর কাজে লাগে এমন যা-কিছু আছে চটপট গুছিয়ে নে সঙ্গে। আর সেই সঙ্গে—

[অন্দরের দিকে ছুটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ময়না, জয়মতী ও কানাই—তাহারাও। দীননাথ সপরিবারে একটি ছাগ-শিশুসহ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সামান্য কিছু জিনিষপত্র একটি বাঁকের দুই প্রান্তে বাঁধা। সকলেই শোকাচ্ছন্ন।]

দীননাথ ॥ কই গো পঞ্চায়েত ? তোমার হলো ? ওরে কানাই, এত দেরি হচ্ছে কেন ?

[অন্দর হইতে প্রথমে বাহির হইলেন মহেন্দ্র।]

দীননাথ ॥ একা বেরিয়ে এলে যে পঞ্চায়েত ?

মহেন্দ্র ॥ [ছুটিয়া কাছে আসিয়া] না না—ছেলেরা আমার সঙ্গে যাচ্ছে।

দীননাথ ॥ সে কি !

মহেন্দ্র ॥ হ্যাঁ। এই যে, এই যে। এইটি বড়, এইটি ছোট।

[দুইটি ফটো বাহির করিয়া দেখাইলেন। ইতিমধ্যে কানাই, জয়মতী এবং ময়না আসিয়া দাঁড়াইল। ময়নার হাতে একটা টিনের বাক্স। জয়মতীর হাতে একটি কাপড়ের পুঁটলি। কানাই একটি মশাল জ্বালিতে ব্যস্ত।]

দীননাথ ॥ এই যে, ওঁরাও এসে গেছেন। হা ভগবান! এইবার তবে চলো পঞ্চায়েত।

মহেন্দ্র ॥ ধানের গোলায় আগুন দিয়ে ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে তবে তো যাবো ?

জয়মতী ॥ ওগো না না—আমরা চলে গেলে আগুন দেবে ছেলেরা।

দীননাথ ॥ তাই দিয়েছে। ঐ যে আমার বাড়ীর আগুন দেখা যাচ্ছে।

[দীননাথের স্ত্রী সারদা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।]

দীননাথ ॥ ঐ ছ্যাখো, রাজেনের অতগুলো ধানের গোলা, অতগুলো টিনের ঘর কেমন সুন্দর পুড়ছে। আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে।

সারদা ॥ আমার কানাই ? আমার কানাই কই ?

জয়মতী ॥ [ময়নাকে সারদার হাতে দিয়া] এই তোমার কানাই। কিন্তু আমার ইন্দ্র ?

মহেন্দ্র ॥ ওদের ফটো নিয়েছি বুকে। ওদিকে আর তাকিয়ে দেখো না। জয়মতী—জয়মতী—পেছন ফিরে কি দেখছো ? দেখো না, দেখো না। চলে এসো, চলে এসো।

[জয়মতী গৃহ এবং ধানের গোলার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ভাবাবেগ বিসর্জন দিলেন।]

জয়মতী॥ চলো।

[কানাই ব্যতীত সাশ্রুনেত্রে সকলে অগ্রসর হইল।]

কানাই॥ [একটা থলি দেখাইয়া] ময়না, এটা ভুলে গেছো।

[ময়না ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাত হইতে উহা লইল।]

কানাই॥ আমাকে ভুলো না।

[ময়না কানাইকে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনেত্রে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল—শোকযাত্রাটি অদৃশ্য হইল।]

কানাই॥ দাদা—দাদা, এরা সব চলে গেছে। তুমি আসতে পারো। এসো। আমি ধানের গোলায় আগুন দিচ্ছি।

[মশালটি কুড়াইয়া লইয়া তাহাতে আগুন জ্বালাইল। বাহিরের লুক্কায়িত স্থান হইতে ইন্দ্র বাহির হইয়া আসিল। দেখা গেল পায়ে গুলী লাগিয়া সে আহত। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ বিপর্যস্ত। অতি কষ্টে সে আসিতেছিল —হঠাৎ পড়িয়া যাইতেই মুখে যন্ত্রণার শব্দ শোনা গেল। কানাই চমকিয়া উঠিল। সে মশালটি তৎক্ষণাৎ মাটিতে ঘসিয়া নিভাইয়া ছুটিয়া আসিল ইন্দ্রের কাছে।]

কানাই॥ একি? পায়ের ব্যাণ্ডেজটা রক্তে ভেসে গেল যে!

ইন্দ্র॥ গুলীটা বোধহয় পায়ের ভিতরেই রয়ে গেছে। এ দৃশ্য দেখলে ওরা কেউ যেতো না। ওরা গেছে, এখন একটু মনের সুখে আঃ! উঃ! করে চেঁচাতে পারবো কানাই।—আঃ—।

[সত্যিই তাহা করিতে লাগিল।]

কানাই॥ মনে হচ্ছে যন্ত্রণাটা আর সইতে পারছো না দাদা। এর উপর আর একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দি। একটা কাপড় পেলে—

* সংযোজন *

[কাপড় আনিতে ঘরে গেল। আত্মগোপন করিয়া ইন্দ্রের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল হরিদাসী। তাহার হাতে ছিল একটি ফার্স্ট-এডের বাক্স। তাহা হইতে একটি ব্যাণ্ডেজ লইয়া সে ইন্দ্রের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ইন্দ্র ॥ তুই! পালাসনি তুই হরিদাসী!

হরিদাসী ॥ আমার জীবনের কি দাম যে পালাব! আছে আমার স্বামী? আছে একটা ছেলে কি মেয়ে? কিসের আশায় আমি পালাব? [বলিতেছিল, আর ইন্দ্রের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছিল।]

ইন্দ্র ॥ কিন্তু, এখানে থাকলে তুই যে মরবি হরিদাসী।

হরিদাসী ॥ তাতেই আমি বাঁচবো ইন্দিরদা।

[কাপড় লইয়া কানাই-এর প্রবেশ।]

কানাই ॥ [হরিদাসীকে দেখিয়া] একি!

ইন্দ্র ॥ থাক্, ও থাক্। ও যেদিন জন্মেছিল বিধাতাপুরুষ লিখে দিয়েছিলেন আমিই ওকে মারব। তাই আজ এখানে ও এসেছে।

হরিদাসী ॥ হ্যাঁ, তাই এসেছি। মরতে এত আনন্দ এ আমি জানতাম না ইন্দিরদা। এ যেন পুতুল খেলা—জীবনটাও-মরণটাও।

ইন্দ্র ॥ চুপ। শুনছিস—

[দূর হইতে সৈন্যদের মার্চের শব্দ নিকটতর হইতে লাগিল।]

কানাই ॥ শালারা আসছে।

[দুইজনেই কান পাতিয়া মার্চের ক্রমবর্ধমান শব্দ শুনিতে লাগিল।]

ইন্দ্র ॥ বন্দুকটা বাগিয়ে ধর।

কানাই ॥ কিন্তু—

ইন্দ্র ॥ [কর্কশকণ্ঠে] না পারিস আমার হাতে দে। মরতে মরতে একটাকে মেরে মরবো।

কানাই ॥ কপাল দেখো। গুলী আমার ফুরিয়ে গেছে।

ইন্দ্র ॥ ওরা ওই এসে গেছে। বাড়ীর সামনেই এসে গেছে। মরতেই যদি হয় বন্দেমাতরম্ বলে মরবো। বল কানাই—বন্দেমাতরম্।

কানাই ॥ [চীৎকার করিয়া] বন্দেমাতরম্।

[উহারা পুনঃ পুনঃ বন্দেমাতরম্ ও জয়হিন্দ্ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। দারুণ উত্তেজনায় ইন্দ্র সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কানাই তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া রহিয়াছে। ছুটিয়া সেখানে আসিল একজন ভারতীয় মিলিটারী অফিসার। তাহার পশ্চাতে একজন জাতীয় পতাকাবাহী সৈনিক। তাহাদের কণ্ঠেও বন্দেমাতরম এবং জয়হিন্দ্ ধ্বনি।]

ইন্দ্র ॥ তোমরা এসে গেছো, তোমরা এসে গেছো?

অফিসার ॥ হ্যাঁ। এসে গেছি। তোমাদের নিয়ে দুষমনদের তাড়াবো।

[অফিসার ছুটিয়া গিয়া ইন্দ্রকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন এবং পতাকাবাহী সৈনিক জড়াইয়া ধরিল কানাইকে। যবনিকা দ্রুত পড়িয়া আবার উঠিল। এবার দেখা গেল মিলিটারী অফিসার এবং তাহার সঙ্গী এখানে নাই। ইন্দ্র একটা টুলের উপর বসিয়া আছে। তাহার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ইন্দ্র ও কানাই গাহিতেছে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা—আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি। ক্রমে ক্রমে সানন্দে ফিরিয়া আসিতে লাগিল সকলের পরিজন—তাহাদের জিনিষপত্রসহ। তাহাদের মধ্যেও অনেকেই ইন্দ্র-কানাইয়ের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে লাগিল এই জাতীয় সঙ্গীত। আনন্দ দৃশ্যের মধ্যে নামিল শেষ যবনিকা।]

—য ব নি কা—